রদ্দে গায়ের মুকাল্লিদীয়াত সিরিজ-৪

তিন তালাকের মাসআলা ও হালালার বিধান

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

জিওগ্রাফী অনার্স, (ফার্স্ট ক্লাস), বি.এড.,

ওহর্ষী দয়ানন্দ ইউনিভার্সিটি, রোহতাক, হরিয়ানা,

তিন তালাকের মাসআলা ও হালালার বিধান

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

জিওগ্রাফী অনার্স, (ফার্স্ট ক্লাস), বি. এড., মহর্ষী দয়ানন্দ ইউনিভার্সিটি, রোহতাক, হরিয়ানা,

:: প্রকাশনায় ::

আইডিয়া প্রকাশনী

Teen Talaqer Mas'ala O Halalar Bidhan
Written By Muhammad Abdul Alim

ঃঃপ্রকাশনায় ঃঃ
অন্জুমানে উলামায়ে আহনাফ
ইলামবাজার, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

প্রকাশক
হাফিয আমিল ওবাইদুল্লাহ
মোবাইল ঃ +৯১ ৯৭৩৪২০১০১২

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ ১৩ জুলাই ২০১৪
First Print : 13 July 2014 (Ramajan)

: মুদ্রনে :
নুমান প্রিন্টার্স
শালজোড়, বীরভূম
মোবাইল- +৯১ ৮১৪৫৫৩১৯৬০
সাঈদ আনয়ার হোসাইন
শালজোড়, বীরভূম

মূল্য : ৩৫ /- (পঁয়ত্রিশ টাকামাত্র)

Teen Talaqer Mas'ala O Halalar Bidhan Written by Muhammad Abdul Alim. 1st Edition 13 July 2014 Published By Anjuman-e- Ulama-e-Ahnaf, Ellambazar, Birbhum, West Bengal, India, Price Rs : 35/- (Sixty Rupise Only)

ভূমিকা

بسم الله الرحمٰن الرحيم
نحمده ونصلى علىٰ رسوله الكريم

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

সমস্ত প্রসংশা একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি সারা বিশ্বের অধিশ্বর, সকলের স্রষ্টা প্রতি পালক এবং একমাত্র উপাস্য । তাঁর প্রিয় হাবীব তাজদারে মদীনা আহমদ মুজতাবা মুহাম্মাদ মুস্তাফা রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এঁর প্রতি কোটি কোটি দরুদ ও সালাম যিনি রাহমাতুল্লিল আলামিন, সাইদুল মুরসালিন, সাফিউল মুজনাবিন ।

তথাকথিত আহলে হাদীসদের সঙ্গে আমাদের মাযহাবপন্থী আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের একটি মারাত্মক মতভেদী মাসআলা হল তিন তালাকের মাসআলার উপর । আমাদের হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বালী মজহাবে স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তালাক দিলে তিন তালাক বলেই গন্য হবে । এমনকি কোরআন, হাদিস, সাহাবায়ে কেরামদের ফতোয়া এবং মুহাদ্দিস সম্রাট ইমাম বুখারী (রহঃ) এর মতানুযায়ী এক এক সঙ্গে তিন তালাক বলেই গণ্য । অপর দিকে সহীহ হাদীসের দাবীদার কুরআন হাদীসের বিপক্ষে ফতোয়া প্রদানকারী আহলে হাদীস নামধারী ফিরকার নিকট এক মজলিসে তিন তালাক এক তালাক বলে গন্য । যা কুরআন ও সহীহ হাদীসের বিপরীত ।

আহলে হাদীসরা যে বলে এক মজলিসে তিন তালাক দিলে এক তালাক হবে তা ভুল প্রমাণ ও আমাদের আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত মাযহাবপন্থী চার মাযহাবের মত এক মজলিসে তিন তালাক দিলে তিন তালাক হবে তা প্রমাণ করার জন্যই আমার এই পুস্তক প্রনয়ণ ।

পাঠকদের বলি, মানুষ মাত্রেই ভূল হয় । তাই এই পুস্তকের মধ্যে কোন ভুল ভ্রান্তি আপনাদের নজরে পড়ে আমাকে জানাবেন পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ । পরিশেষে পাঠকদের জানাই আপনারা দোওয়া করবেন আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের ইমান বৃদ্ধি করে দেন এবং খতিমা বিল খাইর দান করুন । (গ্রনথকার)

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম
গ্রাম ঃ- শালজোড়, পো ঃ- লোকপুর
থানা ঃ- খয়রাশোল, জেলাঃ- বীরভূম
পশ্চিম বঙ্গ, ভারত
মোবাইল-+৯১ ৯৬৩৫৪৫৮৩৩১
E-Mail - md.abdulalim1988@gmail.com

এক সাথে তিন তালাক দেওয়া

হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বালী মজহাবে স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তালাক দিলে তিন তালাক বলেই গন্য হবে । এমনকি কোরআন, হাদিস, সাহাবায়ে কেরামদের ফতোয়া এবং মুহাদ্দিস সম্রাট ইমাম বুখারী (রহঃ) এর মতানুযায়ী এক এক সঙ্গে তিন তালাক বলেই গণ্য । কিন্তু গায়ের মুকাল্লিদিন আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের লোকেরা তিন তালাককে এক তালাক বলেই গণ্য ।

আহলে হাদীসদের দলীল

১ নং দলীল

হাদিস ঃ হজরত নাফি বিন উজাইর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হজরত রুকানা (রাঃ) নিজের স্ত্রী সুহাইমাকে আলবাত্তাহ শব্দে তালাক দিয়েছিলেন । তারপর হুজুর (সাঃ) এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসুল (সাঃ) আমি আমার স্ত্রী সুহাইমাহকে 'আলবাত্তাহ' শব্দে তালাক দিয়েছি আল্লাহর কসম ! এটা বলে এক তালাক দেওয়াই আমার নিয়ত ছিল তখন আল্লাহর রসূল (সাঃ) তাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এক তালাক দেওয়াই তোমার নিয়ত ছিল কি ? হজরত রুকনা (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম ! এক তালাক দেওয়াই আমার নিয়ত ছিল। একথা শুনে নবী (সাঃ) তার স্ত্রী তাকে ফিরিয়ে দিলেন। তারপর হজরত রুকানা (রাঃ) তাকে (অর্থাৎ সুহাইমাহকে) হজরত উমার (রাঃ) এর যুগে দ্বিতীয় তালাক দিয়েছিলেন। (আবু দাউদ শরীফ, পৃষ্ঠা-৩০০/ তিরমিযী শরীফ, পৃষ্ঠা-২২২/ইবনে মাজাহ শরীফ, পৃষ্ঠা-১৪৮)

সূত্রগত ভাবে এই হাদিসটি সহীহ । এই হাদিস দ্বারা পরিস্কার বোঝা যায় হজরত রুকানা (রাঃ) নিজের স্ত্রীকে আলবাত্তাহ শব্দ দ্বারা তালাক দিয়েছিলেন । আর এই আলবাত্তাহ শব্দ দ্বারা তালাক দেওয়ার অর্থ হল এক তালাক হতে পারে ও একসঙ্গে তিন তালাক ও হতে পারে । তাই

এক্ষেত্রে তালাক দাতার নিয়তের ওপর নির্ভর করে । এই জন্য নবী করীম (সাঃ) হযরত রুকানা (রাঃ) আলবাত্তাহ শব্দ দ্বারা তিন তালাক দেওয়ার নিয়ত করতেন তাহলে নিশ্চয় তিন তালাক পড়তো । অন্যথায় নবী (সাঃ) এর কসম দেওয়াটা অনর্থক সাব্যস্ত হবে। এদ্বারা বোঝা গেল, এক সাথে তিন তালাক দিলে তা তিন বলেই ধার্তব্য হয়। ইমাম শরহে সহীহ মুসলিম ১/ ৪৭৮ পৃষ্ঠায়, ইমাম শাফিয়ী কিতাবুল উম্ম- এ ৫/২৬৫ পৃষ্ঠায় ও ইমাম আবু বকর জাসসাস (মৃত্যু ৩৭০ হিজরী) আহকামুল কুরআন-এর ১/৩৮৮ পৃষ্ঠায় একথা লিপিবদ্ধ করেছেন। (হানাফী কেল্লা, পৃষ্ঠা-১১৮, প্রথম খন্ড)

বিখ্যাত আহলে হাদিস ইমাম শাওকানী অকপটে স্বীকার করে স্বীয় কিতাবে লিখেছেন, হজরত রুকানার ঘটনা সর্ম্পকে সর্বাধিক প্রমানিত কথা এটাই যে, তিনি স্ত্রীকে আলবাত্তাহ তালাক দিয়েছিলেন; তিন তালাক দেননি । (নায়নুল আওতার, পৃষ্ঠা-২৪৬)

২ নং দলীল

আহলে হাদিস বা গায়ের মুকাল্লিদ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের দলীলের স্বপক্ষে যে দ্বিতীয় হাদিস পেশ করে তা হল,

হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রুকানা (রাঃ) নিজের স্ত্রীকে এক মজলিসে তিন তালাক দিয়েছিলেন । তাই নবী (সাঃ) সেটাকে এক তালাক বলে গণ্য কে তার স্ত্রী তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন । (মুসানে আহমদ, মুসনাদে আবী ইয়ালা, বাইহাকী সরীফ, পৃষ্ঠা-৩৩৯)

মুহাদ্দিসিনে কেরামদের মতে এই হাদিসটি সূত্রগত ভাবে জয়ীফ। এই হাদিসটি দুরকম সনদে বর্নিত আছে । (১) ইবনে জুরারহ নামক রাবীর সূত্রে । (২) মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (মাগা-যী আধ্যায়ের ইমাম) সূত্রে । উভয় সনদি অত্যন্ত দুর্বল ও দলীলের অযোগ্য ।

ইবনে জুরাইজ নামক রাবীর সূত্রে এই হাদিসের সনদে আবু রাফি-এর জনৈক সন্তান মাজহুল হওয়ার কারণে এটি অগ্রহনীয় আহলে হাদিসদের বিখ্যাত মওলানা ইবনে হাযম যাহিরী লিখেছেন, আবু রাফি এর জনৈক সন্তান মাজহুল মাজহুল সনদ দ্বারা দলীল পেশ করা যায় না (মুহাল্লা, পৃষ্ঠা- ১৬৮)

মুস্তাদরাকে হাকিম-এ ৩৮১৭ নং হাদিসে উক্ত রাফি-এর জনৈক সন্তানের নাম মুহাম্মদ বিন উবাইদিল্লাহ বিন আবী রাফি বলে উল্লেখ আছে। অর্থাৎ আবু রাফে (রাঃ) এর পৌত্র মুহাম্মাদ খুবই দুর্বল। আর এই হাদিসটি ভুল কেননা, এই হাদিসের তালাকদাতা হিসাবে আব্দে ইয়াযীদ ইসলামের যুগ পায়নি।

ইমাম আদী বলেছেন, মুহাম্মাদ বিন উবাইদিল্লাহ কুফার একজন শিয়া ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, ইনি মুনকারুল হাদিস। ইবনে মায়ীন বলেছেন, এর হাদিস কিছুই নয়। (মীযা ন-৭৪৪৯ জীবনী) ইমাম আবূ হাতিম বলেছেন, এর হাদিস অত্যন্ত দুর্বল ও মুনকার এবং ইনি ভ্রন্ত (জারাহ তাদীল ১৩৩১৩ নং জীবনী)

অতএব সনদটি সম্পূর্ণ অগ্রহনীয়।

অপরদিকে মুহাম্মদ বিন ইসহাকের সূত্রে এই হাদিসটি বর্ণিত। এই হাদিসের সনদে মুহাম্মদ বিন ইসহাক নামক মাযা-যী অধ্যায়ে নির্ভরযোগ্য কিন্তু হালাল হারামের বিষয়ে বিতর্কিত আহলে হাদিস গায়ের মুকাল্লিদিনদের বিখ্যাত আলেম নাবাব সিদ্দিক হাসান খান লিখেছন,

এই সনদেও সেই মুহাম্মদ বিন ইসহাক আছেন, যিনি দলীলযোগ্য নন । (দলীলুত ত্বা-লিব, পৃষ্ঠা-২৩৯)

এই হাদিসে সনদে দাউদ ইবনুল হুসাইন নামক একহন বিতর্কিত ব্যক্তি। তিনি এই হাদিসটি ইকরিমা হতে বর্ণনা করেছেন । আর দাউদ

ইবনুল হুসাইনের হাদিস ইকরিমা হতে পরিত্যজ্য । এই জন্য ইমাম বাইহাকী (রহঃ) স্বীয় সুনানে ৭/৩৩৯ পৃষ্ঠায় ইবনে ইসহাকের ইর সনদে হাদিসটি বর্ণনা করে লিখেছেন,

"এই সনদটি দ্বারা দলীল প্রতিষ্ঠিত হয় না । উপরন্তু, হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে ৮ জন রাবীর সূত্রে এই হাদিসের বিপরীত ফতওয়া বর্ণিত আছে এবং হজরত রুকানর সন্তানেররা বর্ণনা করেন যে, রুকানা এক তালাকেই দিয়াছিলেন ।"

সুতরাং এই হাদিস দুটি দ্বারা প্রমানিত হয় না একসঙ্গে তিন তালাক দিলা এক তালাক বলে গণ্য হবে ।

এই হাদিসের রাবীর অবস্থা

এই হাদিসটি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বারে (রহঃ) সাআদ বিন ইবরাহীম থেকে এবং তিনি মুহাম্মদ বিন এসহাক তেকে এবং তিনি দাউদ বিন আল হুসাইন থেকে এবং তিনি ইকরিমা থেকে ইকরিমা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন ।

এটা হল এক ধরনের শায রেওয়ায়েত যেটাকে নিয়ে আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের লেকেরা বড়ি লম্ফ ঝম্ফ করে থাকে ।

(১) এই হাদিসের প্রথম রাবী হলেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল (রহঃ) । যদি আহলে হাদিসদের সামান্যতমও আল্লাহর ভয় থাকতো তাহলে তারা বলত যে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) এর মাসলাক কোনোক্রমেই এইরকম নয় । ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) যে চিঠিটি মসউদ মুসরাহদকে লিখেছিলেন তাতে তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি এক বাক্যে তিন তালাক দেয় সে মুখতার কাজ করল এবং তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে গেল এবং তার স্ত্রী ততক্ষন পর্যন্ত তার জন্য হালাল হবে না যতক্ষন পর্যন্ত তার স্ত্রী দ্বিতীয় বিবাহ করবে ।" (আল আশ শিফাক)

অর্থাৎ এই হাদীসের প্রথম রাবী হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর মতে এক মজলিসে তিন তালাক তিন বলেই গন্য হবে ।

(২) আহলে হাদীস দলের লোকেরা এই ‘শায’ রেওয়াতটাকে বাইহাকী শরীফেরও হাওয়ালা দিয়ে থাকেন । কিন্তু আল্লাহর ভয় তাঁদের মনে সামান্যও স্থান পায় না । ইমাম বাইহাকী (রহঃ) এই হাদীসটি পেশ করার পর লিখেছেন, ‘‘এই সনদটা কোনক্রমেই দলীল নয় । কেননা, আট ‘সিক্বাহ’ রাবী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এর বিপরীত বর্ণনা করেছেন । নির্ভরযোগ্য রাবীর বিপরীত যদি নির্ভরযোগ্য রাবীও হয় তবুও বর্ণনা ‘শায’ এবং ‘মরদুদ’ হয়ে যায় এবং যখন নির্ভরযোগ্য রাবীর বিরুদ্ধে মিথ্যাবাদী এবং বিদ্‌আতী কোনো ‘শায’ বর্ণনা করে ।

এর পর ইমাম বাইহাকী (রহঃ) এই বর্ণনাটিকে ‘শায’ এবং ‘মরদুদ’ হবার দ্বিতীয় কারণ লিখেছেন, ‘‘রুকানার সন্তানেরা এর বিপরীত বর্ণনা করেছেন যে রুকানা (রাঃ) এক তালাক দিয়েছিলেন ।’’

(৩) ইমাম আবু দাউদ (রহঃ)ও এটাই বলেছেন যে সত্য কথা এটাই যে রুকানা (রাঃ) এক তালাকই দিয়েছিলেন । রুকানা (রাঃ)-এর পরিবারের লোকেরাও এটাই বলেছেন এবং এরকম অবস্থা পরিবারের লোকেরাই ভাল স্মরণ রাখেন ।

(৪) এই হাদীসের দ্বিতীয় রাবী সাআদ বিন ইবরাহীম নামক একজন ব্যাক্তি । তিনি একজন গায়ক ছিলেন । আর গান করা ইসলামে প্রকাশ্য হারাম । এই সাআদ বিন ইবরাহীম হাদীস শোনাবার আগে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গান শোনাতেন । দেখা যাক আজ থেকে আহলে হাদীস দলের লোকেরা মাদ্রাসায় হাদীস শিক্ষা দেওয়ার আগে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গান শোনান কিনা । ‘মিযানুল এ’তেদাল’ কিতাবে লেখা আছে, ‘‘সে খুব সুন্দর গান গাইত ।’’ অন্য জায়গায় আছে, ‘‘অন্যের জন্যও গান গাওয়াওকে জায়েয বলে মনে করত ।’’

সুতরাং এর দ্বারা বোঝা যায় আহলে হাদীসরা যাঁরা এই হাদীসটিকে দলীল স্বরুপ পেশ করেন তাঁরা সাআদ বিন ইবরাহীম নামক বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গান বাজনাকারী রাবীর হাদীস মাননেওয়ালা আহলে হাদীস ।

(৫) এই হাদীসের পরের রাবী অর্থাৎ তৃতীয় রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক নামক এক ব্যাক্তি । ইমাম মালেক (রহঃ) একে দাজ্জাল বলেছেন । সে তকদীরকে অর্থাৎ ভাগ্যকে অস্বীকারকারী ছিল অর্থাৎ সে কাদেরীয়া ফিরকার লোক ছিল । সেজন্য তাকে শাস্তিও পেতে হয়েছিল । সে শিয়া ছিল । কোন হারাম হালাল মাসআলায় কোনো মুহাদ্দিস তার লেখা গ্রহণ করতেন না । যদি সে একা হয় তাহলে তার হাদীস নিঃসন্দেহে 'মরদুদ' । কিন্তু এখানে সে একা নয় অন্য সহীহ হাদীসের বিপরীত এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর ফতোয়ার বিপরীত বর্ণনা করেছে ।

(৬) এই হাদীসের চতুর্থ রাবী অর্থাৎ মুহাম্মাদ বিন ইসহাকের উস্তাদ অথাৎ দাউদ বিন আল হুসাইন । ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেছেন, যে দাউদ বিন আল হুসাইন ইকরিমা থাকে মুনকির হাদীস বর্ণনা করে । সে মতবাদের দিক থেকে খারিজী ছিল । আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে এই হাদীসটিকেও সে ইকরিমা থেকে বর্ণনা করেছে । আল্লামা যাহাবী (রহঃ) তাকে 'মুনককির' বলে বর্ণনা করেছেন । (মিযানুল এ'তেদাল)

(৭) এই হাদীসের পঞ্চম রাবী হলেন দাউদ বিন আল হুসাইনের উস্তাদ অর্থাৎ ইকরিমা । সেও খারিজী মতবাদের লোক ছিল । তাকে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর ছেলে পায়খানা ঘরের পাশে বেঁধে দিতেন এবং বলতেন, ''এই মিথ্যাবাদী, খবীশ আমার পিতার উপর মিথ্যা কথা বলে ।'' অশ্চর্যের ব্যাপার এই যে এই হাদীসটাকেও সে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর উপর মিথ্যা বলেছে । ইমাম সায়ীদ বিন আল মুসায়্যিব, ইমাম আত্বা, আল্লামা ইবনে শিরিন (রহঃ) একে মিথ্যাবাদী বলেছেন । সে বলত, আল্লাহ পাক কুরআন শরীফে মুতাশাবাহাত আয়াত নাযিল করে মানুষকে গুমরাহ করে দিয়েছেন ।

মদীনার বিচারক যখন একে অনুসন্ধান করার হুকুম দেন তখন তার খারিজী ছাত্র দাউদ বিন আল হুসাইনের কাছে আত্মগোপন করেছিল এবং সেখানেই মারা গিয়েছিল । লোকেরা তার জানাযার নামাযও পড়ে নি । (মিযানুল এ'তেদাল, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৯৬)

(৮) এই হাদীসটা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর প্রতি আরোপ করা হয়েছে । আর এটা পরিস্কার প্রমাণিত হয় যে তিনি তিন তালাককে তিন হওয়ার ফতোয়া দিতেন । এই 'শায' ও 'মুনকির' বর্ণনাটিকে আপ্তবাক্য মনে করে কিতাব ও সুন্নত ও ইজমার প্রতি কুঠারাঘাত করে একমাত্র আহলে হাদীসরাই মানতে পারে । তাছাড়া কেউ মানতে পারে না ।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে পরিস্কার প্রমাণিত হয়ে গেল যে এই হাদীসটি নিতান্তই নিম্নমানের মওযু মনগড়া বানোয়াট । আর আহলে হাদীসদের এই হাদীসটার প্রতি আমল করা দেখে আমরা পরিস্কার বুঝতে পারি সাআদ বিন ইবরাহীম নামক রাবীর মতো বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গান বাজনাকারী, মুহাম্মাদ বিন ইসহাকের মতো দাজ্জাল, কাদেরীয়া, শিয়া, দাউদ বিন আল হুসাইনের মতো মুনকির, খারিজী এবং ইকরিমার মতো খারিজী যাকে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ছেলে পায়খানার ঘরের পাশে বেঁধে রাখতেন, কুরআন অস্বিকারকারী মিথ্যাবাদীর হাদীস মাননেওয়ালা মওযু আহলে হাদীস । আর শিয়া, খারিজী, কাদেরীয়া, দাজ্জাল, মুনকির, গান বাজনাকারী রাবীর হাদীস একমাত্র আহলে হাদীস ছাড়া আর কারা মানতে পারে ?

আইনুল বারী সাহবের শেষ পরিণতি

আহলে হাদীসদের মহামান্য আইনুল বারী সাহেব তাঁর 'ইসলামী তালাকবিধি' পুস্তকে এক মজলিসে তিন তালাককে এক বলে প্রমাণ করার জন্য 'মুসনাদে আহমাদ' ও 'মুসনাদে আবী ইয়ালা' থেকে উক্ত হাদীসটি পেশ করে লিখেছেন,

‘‘এক মজলিসে তিন তালাক দিলে তা ‘এক তালাকে’ পরিণত হয় বলে কতিপয় হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে এক মজলিসে তিন তালাককে ‘তিন’ গন্যকারীরা কোনো না কোনো ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন । কিন্তু মোসনাদে আহমদ ও মোসনাদে আবী ইয়ালার হাদীসটির কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি ।’’ (ইসলামী তালাকবিধি, পৃষ্ঠা-৫০)

প্রিয় পাঠক ! লক্ষ্য করুন আইনুল বারী সাহেবের জেহালতীর নমুনা । একটি নিম্নমানের মওযু হাদীসকে পেশ করে বলছেন, ‘‘তিন তালাককে তিন তালাক বলে গন্যকারীরা এর কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে পারেননি ।’’ আর এর আগে প্রমাণ করে দেওয়া হয়েছে যে এই হাদীসটি মওযু ।

এই হাদীসটির রাবী আছে সাআদ বিন ইবরাহীম । যিনি হাদীস শোনাবার আগে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গান শোনাতেন । দেখা যাক আইনুল বারী সাহেব হাদীস পড়াবার আগে কতবার তাবলা বাজিয়ে তাঁর ছাত্রদের গান শোনান ।

এই হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক কাদেরিয়া ও শিয়া ফিরকার লোক ছিল । দেখা যাক কবে আইনুল বারী সাহেব নিজেকে প্রকাশ্যভাবে কাদেরিয়া ও শিয়া বলে ঘোষনা করেন । এই রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাককে ইমাম মালেক (রহঃ) দাজ্জাল বলেছেন । জনাব আইনুল বারী সাহেবের মধ্যেও কি মুহাম্মাদ বিন ইসহাকের চরিত্র প্রবেশ করেছে ?

এই হাদীসের রাবী আছে ইকরিমা । যাকে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর ছেলে পায়খানা ঘরের সামনে বেঁধে রাখতেন এবং বলতেন, ‘‘ এই মিথ্যাবাদী, খবীশ আমার পিতার উপর মিথ্যা কথা বলে ।’’ দেখা যাক আহলে হাদীস দলের লোকেরা কতবার আইনুল বারী সাহেবকে পায়খানা ঘরের সামনে বেঁধে রাখে আর বলে, ‘‘এই মিথ্যাবাদী, খবীশ হাদীসের নামে মিথ্যা কথা বলে ।’’

এই হাদীসটাকে আহলে হাদীসদের মহামান্য ইমাম শাওকানী তাঁর 'নায়নুল আওতার' গ্রন্থে যয়ীফ বলে স্বীকার করেছেন । বাংলাদেশের ড. আসাদুল্লাহ আল গালীব 'তালাক ও তাহলীল' গ্রন্থে যয়ীফ মানতে বাধ্য হয়েছেন সেই হাদীসটাকে আইনুল বারী সাহেব দলীল স্বরূপ পেশ করেছেন । সত্যই আহলে হাদীসদের কপালে এমনই হতভাগা মুজতাহীদ জুটেছে যে সহীহ ও মওযু হাদীসের মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ করতে পারে না ।

আর এদিকে দেখা যায় আইনুল বারী সাহেব স্বয়ং একথা স্বীকার করে লিখেছেন যে মুসলিম শরীফের যে হাদীসটা তারা তিন তালাককে এক তালাক বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন সেই হাদীসটাকে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) আট রকম জবাব দিয়েছেন । অর্থাৎ আইনুল বারী সাহেবের নিকট মুসলিম শরীফের হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয় । মুসনাদে আহমদের হাদীসটি গ্রহণযোগ্য । অপরদিকে ড. আসাদুল্লাহ আল গালীব সাহেব 'তালাক ও তাহলীল' গ্রন্থে লিখেছেন তাতে প্রতীয়মান হয় যে মুসলিম শরীফের হাদীসটা গ্রহণযোগ্য মুসনাদে আহমদের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয় । সুতরাং আহলে হাদীসদের দুই মহাপন্ডিতের মতে একে অপরের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয় । আর আমরা বলব আহলে হাদীসদের কোন দলীল গ্রহণযোগ্য নয় ।

৩ নং দলীল

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর যুগে আবু বকরের খেলাফত কালে এবং হযরত উমার (রাঃ) এর খেলাফতের প্রথম দু'বছর তিন তালাক এক ছিল । অতঃপর উমার বললেন, লোকেরা এমন একটি বিষয়ে অগ্রগমন করেছে, যার মধ্যে তাদের জন্য অবকাশ রাখা ছিল । তাই আমরা যদি তাদের ! তারপর তিনি সেটা মানুষদের উপর জারী করে দিলাম । (সহীহ মুসলিম, পৃষ্ঠা-৪৭৭)

এই হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে গায়ের মুকাল্লিদ বা আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোকেরা বলে, এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় সর্বপ্রথম এক মজলিসের তিন তালাককে তি বলে ফরমান জারী করেছিলেন খলিফা হযরত উমার (রাঃ) । তার আগে এক মজলিসে তিন তালাককে এক তালাক বলে গন্য করা হত ।

এই হাদীসের জবাবে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফত্হুল বারীতে আহলে হাদীসদের উক্ত দলীলের ৮ প্রকার জবাব লিপিবদ্ধ করেছেন । যার পর আহলে হাদীসদের আর মুখ খোলার অবকাশ থাকে না ।

জবাবটি হল, উক্ত হাদীসের অর্থ হল, স্বামী যদি নিজের স্ত্রীকে বলে, ‘‘তোমাকে তালাক, তোমাকে তালাক, তোমাকে তালাক’’ তাহলে এভাবে দেওয়া তি তালাক রসুলুল্লাহ (সাঃ) ও হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে এবং হযরত উমার (রাঃ) এর খিলাফতকালের প্রথম দু’বছর এক বলে গন্য হত । কেননা, সধারনতঃ তৎকালীন মানুষেরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার এটা বলে কেবলমাত্র কথার মধ্যে গুরুত্ব আরোপ করতে চাইত । দুই ও তিন তালাক দেওয়া তাদের উদ্দেশ্য হত না । তাই তখনকার পরিবেশ অনুযায়ী কথা ধর্তব্য করে এক তালাকের ফত্ওয়া হত । অতঃপর যখন উমার (রাঃ) এর যুগে লোকেরা স্ত্রীকে ‘‘তোমাকে তালাক, তোমাকে তালাক, তোমাকে তালাক’’ কথাটি তিন তালাক দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রচুর পরিমানে ব্যাবহার করতে লাগল এবং এর ব্যাপক পরিবেশ গড়ে উঠল । তখন উমার (রাঃ) বললেন, লোকেরা এমন একটি বিষয়ে অগ্রগমন করেছে, যার মধ্যে তাদের জন্য অবকাশ রাখা ছিল । তাই আমরা যদি তাদের জন্য সেটা কার্যকারী করে দিতাম । তারপর তিনি সেটা মানুষদের উপর জারী করা দিলেন । অর্থাৎ তিন তালাকের ফত্ওয়া জারী করে দিলেন । কেননা, যুগ বদলে গেছে ।’’

বিশ্বনন্দিত মুহাদ্দিস ইমাম নববী শরহে মুসলিমের ৪৭৮ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদীসের এই ব্যাখ্যাটিকে বিশুদ্ধতম বলে অভিহিত করেছেন ।

মুহাদ্দিসিনে কেরামরা এই হাদীসের আর একটি জবাব লিপিবদ্ধ করেছেন । সেটি হল, নারী হল দুই প্রকার, (১) মাদখুল বিহা অর্থাৎ যে নারীর সঙ্গে স্বামীর সহবাস হয়েছে, (২) গায়ের মাদখুল বিহা অর্থাৎ যে নারীর সহিত স্বামীর সহবাস হয়নি । উপরিউক্ত হাদীসটি দ্বিতীয় প্রকার নারীর জন্য বর্ণনা করা হয়েছে । এইরুপ গায়ের মাদখুল বিহা স্ত্রীকে যদি কেহ পৃথক পৃথক শব্দের দ্বারা তালাক দেয় যেমন, তোমাকে তালাক, তোমাকে তালাক, তোমাকে তালাক, এমতাবস্থায় সে প্রথম তালাকেই বায়েনা অর্থাৎ বিবাহ বন্ধন বিচ্ছেদ হয়ে থাকে এবং এইরুপ স্ত্রীর প্রতি ইদ্দত পালনেরও প্রয়োজন হয়না সুতরাং বিবাহ বন্ধন বিচ্ছেদ হওয়ার পরে সে তালাকের স্থান থাকে না । অতএব দ্বিতীয় ও তৃতীয় বেকার হয়ে যায় । এই জন্য বলা হয়েছে তিন তালাক দিলে এক তালাক গন্য হয় । হুজুর (সাঃ), আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এবং হযরত উমার (রাঃ) এর খেলাফতকালীন প্রথম দিকে গায়ের মাদখুল বিহা স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার নিয়ম এরকমই ছিল । কিন্তু তার পরবর্তী যুগের লোকেরা দ্রুতগামী তালাক দিতে আরম্ভ করল । অর্থাৎ এক শব্দে তিন তালাক দিতে লাগল ফলে হযরত উমার (রাঃ) ঘোষনা করলেন যে, এখন থেকে তিন তালাক সাব্যস্ত হবে । কেননা, তোমাকে তিন তালাক দিলাম এই শব্দ বিবাহ থাকা অবস্থায় বলেছে অতএব তিন তালাক সাব্যস্ত হবে । এখন হয়তো অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন এটাও তো উক্ত হাদীসের স্বপক্ষে যুক্তি ও মনগড়া অভিমত এর পিছনে কোন হাদীস ত নেই যার দ্বারা বুঝা যাবে যে কেবল ওই স্ত্রীর জন্য যার সঙ্গে গায়ের মদখুল বিহা বা সহবাস করা হয়নি ।

উত্তরে বলব, হাদীস অবশ্যই আছে আমরা হানাফীরা দলীল ছাড়া কিছু মানি না । যাইহোক হাদীসটি নিচে বর্ণনা করা হল,

হাদীস ঃ হযরত তাউস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে একজন ব্যাক্তি ছিলেন তিনি আবুস সাহাবা নামে পরিচিত । তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে বললেন, আপনার কি জানা নেই হুজুর (সাঃ) এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এবং হযরত উমার (রাঃ) খলিফা হওয়ার পর বেশ কিছুদিন এমন ছিল যে মানুষ যদি বিবাহের পরে সহবাসের পূর্বে তার স্ত্রীকে তিন

তালাক দিত তো এক তালাক গন্য হত । হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হ্যাঁ ! হুজুর (সাঃ) থেকে নিয়ে হযরত উমার (রাঃ) খলিফা হওয়ার কিছুদিন পর পর্যন্ত এমনি হত । যদি কোন মানুষ তারা গায়ের মাদখুল বিহা স্ত্রীকে তিন তালাক দিত তো এক তালাক সাব্যস্ত হত । কিন্তু যখন থেকে মানুষ দ্রুতগামী তালাক অর্থাৎ এক সঙ্গে এক শব্দে বা পৃথক শব্দের দ্বারা তিন তালাক দিতে লাগল তখন হযরত উমার (রাঃ) বললেন এখন থেকে তিন তালাক সাব্যস্ত হবে ।

সুতরাং এই হাদীস দ্বারা পরিস্কার বোঝা যায় হুজুরের জামানায়, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর জামানায় এবং হযরত উমার (রাঃ) এর খেলাফতের প্রথম তিন বছরে তিন তালাক এক তালাক হতো যেটা ছিল গায়ের মাদখুল বিহা অর্থাৎ যে নারীর সহিত স্বামীর সহবাস হয়নি তার জন্য । মাদখুল বিহা অর্থাৎ স্বামীর সহবাস হয়েছে এমন রমনীর জন্য নয় ।

আহলে হাদীসদের গুমর ফাঁক

মুসলিম শরীফের উক্ত হাদীসের জবাব মুহাদ্দিসিনে কেরামরা লিপিবদ্ধ করার পরও আহলে হাদীসরা সেগুলো চোখ বুজে হজম করে যান । তবুও তারা বার বার তিন তালাককে এক তালাক বলে প্রমাণ করার জন্য এই হাদীসটাকে পেশ করা থাকেন । তাই এই হাদীসটি সম্পর্কিত কতকগুলি প্রশ্ন করা হল,

(১) এই হাদীসে এরকম বলা হয়নি যে রাসুলুল্লাহ (সাঃ), আবু বকর (রাঃ), এবং উমার (রাঃ) এর প্রথম দু'বছরে 'এক মজলিসে তিন তালাক' এক ছিল । এখানে বলা হয়েছে উক্ত তিন যুগে তিন তালাক এক ছিল । এখানে এক মজলিস কথাটি নেই । তাই এই হাদীস দ্বারা 'তিন তালাক শব্দের অর্থ কি ? যদি সবরকমের তালাক অর্থ হয় তাহলে যে ব্যক্তি তিন তহুরে তিন তালাক দেয় তাহলেও এক তালাক হবে । যা আহলে হাদীসরাও মানে না । সেজন্য আমাদের আহলে হাদীসদের নিকট প্রশ্ন, যদি

কোন ব্যাক্তি নিজের স্ত্রীকে তিন তহুরে তিন তালাক দেয় তারপর সে তার স্ত্রীকে কোন শরীয়াত ভিত্তিক হালালা না করিয়ে নিজের কাছে রেখে দিল যদি সে ঐ হাদীসটা পেশ করে তাহলে তাকে কি জবাব দিবেন ?

(২) আহলে হাদীসরা, উদাহরণস্বরুপ আহলে হাদীসদের মহামান্য আইনুল বারী সাহেব 'ইসলামী তালাকবিধি' পুস্তকে মুসলিম শরীফের উক্ত হাদীসটি তরজমা করতে গিয়ে ব্রেকেটের মধ্যে 'এক মজলিস' কথাটি লিখেছেন সেটা কোন আরবী শব্দের তরজমা ? মুসলিম শরীফের হাদীসে 'এক মজলিস' শব্দটি নেই । এখানে আইনুল বারী সাহেব নিজের মসলক প্রমাণ করার জন্য খেয়ানত ও ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়েছেন । কিন্তু কেন ? এর গোপন রহস্য কি ?

(৩) এক মজলিসে তিন তালাক দিলে আল্লাহর আয়াতের প্রতি বিদ্রুপ করা হয় এবং আল্লাহর রসুল (সাঃ)কে অসন্তুষ্টি করা হয় । তাহলে কি সাহাবায়ে কিরামরা নির্দিধায় নবী (সাঃ)-এর যুগে, আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর যুগে এবং উমার (রাঃ) এর প্রথম দুই বছর গুনাহর কাজ করতেন এবং বিদ্‌আত প্রক্রিয়ায় তালাক দিয়ে বিদ্‌আতী হয়েছিলেন ?

(৪) আহলে হাদীসরা মনে করেন, রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর যুগে, আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর যুগে এবং উমার (রাঃ) এর প্রথম দুই বছর খেলাফতকালে তিন তালাক এক ছিল । তাহলে মনে করুন কোন ব্যাক্তি যদি তার স্ত্রীকে ৯ তালাক দেয় সেই ব্যাক্তি যদি আহলে হাদীস উলামার কাছে ফতোয়া চায়তে যায় তাহলে আহলে হাদীস উলামা 'এক তালাক হয়েছে' বলে ফতোয়া দেন । এক মজলিসে তিন তালাক যদি এক তালাক হয় তাহলে ৯ তালাক দিলে তিন তালাক হবে নিশ্চয় । এখন আহলে হাদীস উলামা এক তালাক বলেই ফতোয়া দিলেন । কিন্তু লোকটি বলল, ''৯ তালাক এক তালাক বলে গন্য হবে তার কোন সহীহ হাদীস পেশ করুন ।'' তাহলে আহলে হাদীস উলামা কি জবাব দিবেন এর জবাব দিন ।

(৫) আহলে হাদীরা তিন তালাককে এক তালাক বলে গন্য করেন, তহলে মনে করুন কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে সকালে এক তালাক, দুপুরে এক তালাক এবং রাতে এক তালাক মোট তিন তালাক দিল । আহলে হাদীসরা বলে এটাও এক তালাক বলে গন্য হবে । তাহলে সেই লোকটি যদি বলে সহীহ হাদীস পেশ করুন, তাহলে আহলে হাদীসরা কোন হাদীস পেশ করবেন ?

(৬) যদি কোন ব্যাক্তি সোমবার এক তালাক, মঙ্গলবার এক তালাক এবং বুধবার এক তালাক দিল, এমন কোন সহীহ হাদীস পেশ করুন তিন দিনে আলাদা আলাদা দেওয়া তালাক এক তালাক বলে গন্য হবে ।

(৭) যদি কোন ব্যক্তি প্রথম সপ্তাহে এক তালাক, দ্বিতীয় সপ্তাহে দুই তালাক এবং তৃতীয় সপ্তাহে তিন তালাক দেয় । তাহলে এমন সহীহ হাদীস পেশ করুন যে তিন সপ্তাহে তিন তালাক দিলে সেটা তিন বলে গন্য হবে না এক তালাক বলে গন্য হবে ।

(৮) যদি কোন ব্যাক্তি তার স্ত্রীকে হায়েজের অবস্থায় এক তালাক দেয় এবং তার সঙ্গে সহবাস করে এবং এই তালাক দেওয়া তার জন্য হারাম ছিল । স্ত্রীকে ঘর থেকে বের করে দিল । স্ত্রী তার মায়ের বাড়ি চলে গেল । একমাস পর আবার সেই ব্যাক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে পাঠালো । তখনও তার স্ত্রী হায়েজ অবস্থায় ছিল । তারপর আবার একমাস পর তৃতীয় তালাক দিয়ে পাঠালো তখনও তার স্ত্রী হায়েজ অবস্থায় ছিল । এরপর দুই বছর অতিবাহিত হয়ে গেল । এরপর মনে করুন সে একজন আহলে হাদীস মুফতী সাহেবের কাছে গেল এবং মুফতী সাহেব বললেন, তিন তালাকই হারাম ছিল, একটাও তালাক হয়নি । এখন তারা স্বামী-স্ত্রীর মতো থকতে লাগল ।

যদি এই ফতোয়া ঠিক হয় তাহলেও সহীহ হাদীস পেশ করুন এবং যদি ফতোয়া ভূল হয় তাহলেও সহীহ-সরীহ হাদীস পেশ করুন ।

(৯) আহলে হাদীসরা বলেন এক মজলিসে তিন তালাক দেওয়ার পর আল্লাহর রসুল (সাঃ) এর নিকট স্ত্রী স্বামীর জন্য হালাল ছিল । তাহলে কি হযরত উমার (রাঃ) আল্লাহ ও রসুল (সাঃ) এর হালাল করা ফতোয়াকে হারাম করে দিয়েছিলেন ? আর হযরত উমার (রাঃ) যদি তিন তালাককে তিন বলে ফতোয়া দেন তাহলে সেটা মানা যাবে কি না ?

(১০) দেশের শাসকের (হযরত উমার) এর কি এরকম অধিকার ছিল যে রাজনৈতিক কারণে আল্লাহর ও রাসুল (সাঃ) এর হারাম করা ফতোয়াকে হালাল হরে দিবেন ?

(১১) যখন হযরত উমার (রাঃ) তিন তালাককে তিন বলে ঘোষনা করলেন তখন কতজন সাহাবা (রাঃ) আল্লাহ ও আল্লাহর রসুল (সাঃ) এর হুকুমের উপর কায়েম ছিলেন এবং কতজন সাহাবা আল্লাহ ও আল্লাহর রসুল (সাঃ) এর হুকুম ছেড়ে হযরত উমার (রাঃ) এর শরীয়াতকে মেনে নিয়েছিলেন ? জবাব সহীহ হাদীস দ্বারা দিবেন ।

(১২) হযরত উমার (রাঃ) এর পর হযরত উসমান (রাঃ) এর খেলাফতের যুগে কতজন সাহাবা আল্লাহ ও আল্লাহর রসুল (সাঃ) এর হুকুম অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন এবং কতজন সাহাবা হযরত উমার (রাঃ) এর হুকুম অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন ? এবং হযরত উসমান গনী (রাঃ) কার সঙ্গে ছিলেন ? আল্লাহ ও আল্লাহর রসুল (সাঃ) এর না হযরত উমার (রাঃ) এর সঙ্গে ? সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করুন ।

(১৩) হযরত আলী (রাঃ) এর খেলাফতের যুগে তাঁর এবং তাঁর মুফতীরা আল্লাহ ও আল্লাহর রসুল (সাঃ) এর শরিয়াতের উপর ফতোয়া দিতেন না হযরত উমার (রাঃ) এর শরীয়াতের উপর ? সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করুন ।

(১৪) আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের চার ইমাম আল্লাহ ও আল্লাহর রসুল (সাঃ) এর শরীয়াতের উপর ফতোয়া দিতেন না হযরত

উমার (রাঃ) এর শরীয়াতের উপর ফতোয়া দিতেন ? (তথ্যসূত্র ঃ আল্লামা আমীন সফদর ওকাড়বী রহ.)

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আহলে হাদীস দলের লোকেরা কোন মতেই এই প্রশ্নগুলির জবাব শুধু কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করতে পারবেন না ।

একটি জাল হাদীসের বিবরণ

মুসনাদে উমারে বর্ণিত আছে ঃ উমার ফারুক (রাঃ) বলেন, ‘‘তিনটি বিষয়ে যতটা লজ্জিত হয়েছি এত লজ্জিত অন্য কোন বিষয়ে হয়নি । আমি যদি এক মজলিসে তিন তালাককে তিন ফতোয়া দিয়ে হারাম না করতাম এবং কৃতদাস দাসীদের বিয়ে না দেওয়াতাম আর মৃত ব্যাক্তির উপর ইনিয়ে বিনিয়ে ক্রন্দন কারীনীদেরকে হত্যা না করতাম ।’’

এই হাদীসটি আল্লামা ইবনে কায়্যিম (রহঃ) স্বীয় কিতাব ‘ইগা সাতুল লাহফা-ন’-এর মধ্যে মুসনাদে উমারের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন ।

এই হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বিভিন্ন আহলে হাদীস উলামারা সাধারণ মানুষকে একথা বুঝাতে চান যে হযরত উমার (রাঃ) এক মজলিসের তি তালাককে তিন বলে ফরমান জারি করেছিলেন । কিন্তু তাঁর এই উদ্দেশ্য সফল না হওয়ায় তিনি লজ্জিত হন এবং স্বীয় ফরমান ফিরিয়ে নেন ।

কিন্তু বিচার করলে দেখা যায় এই হাদীসের সনদটি সূত্রগতভাবে অত্যান্ত যয়ীফ । হাফিজ আবু বকর ইসমাইলী (রহঃ) উক্ত কথাটি ‘মুসনাদে উমার’-এ এভাবে বর্ণনা করেছেন; উক্ত সনদে হাফিজ আবু বকর, আবু ইয়ালা হতে, তিনি সা-লিহ বিন মালিক হতে, তিনি খালিদ বিন ইয়াযীদ হতে আর তিনি নিজের পিতা ইয়াযীদ বিন আবী মালিক হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন । এর সনদটি তিন প্রকার দুর্বলাতার কারনে সম্পূর্ণ অকেজো ।

(১) এই হাদীসের ইয়াযীদ নামক রাবী 'মুদাল্লিস' । অর্থাৎ ইনি কথার মান বৃদ্ধি করার জন্য নিজের উস্তাদের নাম উহ্য রেখে উস্তাদের উস্তাদের নাম উল্লেখ করার দোষে দুষ্ঠ । এরপর রাবী অস্পষ্ট শব্দে বর্ণিত হাদীস অগ্রহনীয় । আর এক্ষেত্রে উক্ত হাদীসটিকে ইয়াযীদ অস্পষ্ট শব্দেই বর্ণনা করেছেন ।

বিশ্ববিখ্যাত রিজালবিদ ইমাম যাহাবী (রহঃ) 'মিযানুল এ'তেদাল'-এর ৯২০৪ ক্রমিক নম্বরে ইয়াযীদ বিন আবী মালিকের জীবনীতে লিখেছেন, ''ইনি 'মুদাল্লিস' এবং যাঁদের যুগ পাননি তাদের থেকে মুরসাল হাদীস বর্ণনাকারী ।'' ইমাম শো'বা (রহঃ) বলেছেন, ''তাদলীস মিথ্যার নামান্তর ।''

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) এই হাদীসের রাবী ইয়াযীদ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, ''ইনি এমন 'স্বদুক' রাবী যার কখনো কখনো ভূল হয় ।'' অর্থাৎ ইনি পঞ্চম স্তরের রাবী । আবার মুদাল্লিস । তাই এঁর 'মুনকতি' হাদীস কোন মতে গ্রহণযোগ্য নয় ।

(২) ইনি খলিফা উমার (রাঃ) এর যুগ না পাওয়া সত্যেও তাঁর থেকে উক্ত কথাটি বর্ণনা করেছেন । নিশ্চয় কিছু কিছু মানুষের মাধ্যমে তিনি একথা শুনেছেন । তারা কারা ? অতএব হাদীসটি 'মুনকাতি' । এরুপ হাদীস আদৌ গ্রহণযোগ্য নয় ।

উক্ত হাদীসে উমার (রাঃ) এর বানী বর্ণনাকারী রাবীর নাম ইয়াযীদ বিন আবী মালিক । পিতার নাম আব্দুর রহমান । দাদার নাম আবু মালিক । আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) তাঁর জীবনীতে লিখেছেন, ৬০ হিজরীতে এঁর জন্ম । অর্থাৎ খলিফা উমার (রাঃ) এর ইন্তিকালের ৩৭ বছর পর ইনি জন্মগ্রহণ করেন । তাহলে নিশ্চয় ইনি হযরত উমার (রাঃ) এর উক্ত কথাটি কিছু মানুষের মাধ্যমে শুনেছেন । তারা কারা ? অতএব হাদীসটি 'মুনকাতি' । এরুপ হাদীস হাদীস বিশেষ করে আহলে হাদীসদের মতে আদৌ দলীলযোগ্য নয় ।

(তাহযীব, ক্রমিক নং-৮০২৭)

(৩) এই হাদীসের সনদে খালিদ নামক রাবী অধিকাংশ উলামার মতে যয়ীফ । এমনকি ইবনে মায়ীন (রহঃ) একে মিথ্যুক বলেছেন । অতএব হাদীসটি সম্পূর্ণ যয়ীফ এবং জাল ।

এই হাদীসের রাবী খালিদ বিন ইয়াযীদ সম্পর্কে ইমাম দারকুত্বনী (রহঃ) বলেছেন, ইনি যয়ীফ । ইমাম নাসাই বলাছেন, ইনি 'সিক্বাহ' নন । ১০ লাখ হাদীসের হাফিজ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেছেন, ইনি কিছুই নন । ইবনে হিব্বান বলেছেন, ইনি প্রচুর ভূল করেন এবং এর হাদীসের মধ্যে বহু মুনকার হাদীস আছে । বিশেষ করে ইনি নিজের পিতার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করলে আমি সেটা দলীলযোগ্য মনে করিনা । (আর এক্ষেত্রে তিনি নিজের পিতার সূত্রেই হাদীস বর্ণনা করেছেন ।)

আল্লামা ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন বলেছেন, খালিদ বিন ইয়াযীদের 'দিয়া-ত' সংক্রান্ত কিতাবটি পুড়িয়ে দেওয়া উচিৎ । ইনি নিজের পিতার উপর মিথ্যা বলে ক্ষান্ত হননি । আল্লাহর রসুল (সাঃ) এর সাহাবাদের উপরও মিথ্যা কথা আরো করেছেন । (তাহযীব, ১৭৪৬ নং ক্রমিক নং জীবনী)

সুতরাং উপরিউক্ত হাদীসটি সনদের দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল । ভাবলে অবাক লাগে আহলে হাদীসরা বলে, সহীহ হাদীস ছাড়া মানা যাবে না । তারাই আবার যয়ীফ হাদীসের আশ্রয় নিয়ে হানাফীদের বিরুদ্ধে বিষ উদ্গীরণ করে চলেছে । এটা তাঁদের ভাঁওতাবাজী নয়তো আর কি ?

পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত আহলে হাদীস মৌলবী আইনুল বারী সাহেবও মুসনাদে উমারের উক্ত জাল হাদীসটি স্বীয় 'তালাক প্রাপ্তার খোরপোষ' পুস্তিকায় লিখে হানাফীদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার জঘন্য প্রয়াস করেছেন । এটা তাঁদের 'ডুবন্ত মানুষের খড় কুটোর আশ্রয়' নয়তো আর কি ?

এঁড়ে হুজ্জুতির কেন ?

আহলে হাদীরা যখন কোন দিক থেকে যুক্তি তর্কে পের উঠতে না পারেন তখন নিজেদের জিদ ও হটধর্মীকে বজায় রেখে এঁড়ে হুজ্জুতির উপস্থাপন করে বলেন, যেহেতু নবী (সাঃ)-এর যুগে, হযরত উসমান (রাঃ) হযরত উমার (রাঃ)-এর প্রথম দুই বছর তিন তালাক এক ছিল তাই এক মজলিসে তিন তালাক এক তালাক বলেই গন্য ।

আমরা হালে হাদীসদের একটি কথায় বলব, যদি তাই হয় তাহলে আপনারা শিয়াদের মতো 'মুতা' বিবাহকে হালাল বলে প্রকাশ্যে শিয়াদের দলে ভিড়ে যান না কেন ? কেননা মুসলিম শরীফের হাদীসে অন্য জায়গায় আছে,

হাদীস ঃ হযরত যুবাইর (রাঃ) বলেন, আমি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ)কে বলতে শুনেছি ঃ আমরা এক মুঠো খেজুর অথবা ময়দার বিনিময়ে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর যুগে এবং হযরত আবু বকর

(রাঃ) এর যুগে 'মুতা' বিবাহ করতাম । শেষ পর্যন্ত হযরত উমার (রাঃ) আমর ইবনে হুরাইসের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে তা নিষিদ্ধ করেন । (মুসলিম শরীফ, পৃষ্ঠা-৫১৯)

এই হাদীস দ্বারা পরিস্কার বোঝা যায় যে সাহাবারা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর যুগে, হযরত আবু বকর (রাঃ) এর যুগে এবং হযরত উমার (রাঃ) এর যুগে 'মুতা' অর্থাৎ সাময়িক বিবাহ করতেন । হযরত উমার (রাঃ) সেটাকে নিষিদ্ধ ঘোষনা করেন ।

এখানে আমি আহলে হাদীসদের বলব, আপনারা যেমন বলেন যে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর যুগে, হযরত আবু বকর (রাঃ) এর যুগে যেমন তিন তালাক এক ছিল বলে তিন তালাককে এক তালাক বলে; ফতোয়া দেন তাহলে তাঁদের যুগে সাহাবারা মুতা করতেন সেজন্য আপনারা 'মুতা'

বিবাহকে হালাল বলেন না কেন ? এই দ্বিচারিতা আপনারা কোন হাদীসে পেয়েছেন ? দ্বিচারিতা ছাড়ুন এবং শিয়াদের মতো বলুন 'মুতা' করা জায়েয । যদিও আহলে হাদীস দলের মহামান্য আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী লিখেছেন, ''মুতা (সাময়িক শর্তের টাকার বিনিকময়ে বিবাহ করা বা টাকার বিনিময়ে যে কোন নারীর সঙ্গে ব্যাভিচার করা) কোরআন শরীফে অকাট্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত ।'' (নজুলুল আবরার, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৩-৩৪) তিনি এও লিখেছেন, ''আহলে হাদীসরা শিয়া ।'' (নজুলুল আবরার, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা-৭)

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের দলীল

এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তিন তালাক বলে গন্য হবে তার স্বকক্ষে যেসব হাদীস রয়েছে তা নিচে বর্ণনা করা হল,

১ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত সালমা বিন আবী সালমা নিজের পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হাফস্ বিন মুগীরা (রাঃ) নিজের স্ত্রী ফাতিমা বিনতে কায়েসকে আল্লাহর রসূল (সাঃ) এর যুগে এক শব্দে তিন তালাক দিয়েছিলেন । তাই নবী (সাঃ) ফাতিমাকে তার স্বামীর থেকে পৃথক করে দিয়েছিলেন । আর আমরা এমন কোন খবর পাইনি যে নবী (সাঃ) এই কার্যের নিন্দা করে হাফস্ ইবনুল মুগীরার উপর রাগান্বিত হয়েছিলেন । (সুনানে দারাকুত্বনী)

২ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত আমীর শা'বী (রহঃ) বলেন, একদা আমি ফাতিমা বিনতে কায়েসকে বললাম, আপনি নিজের তালাকের ঘটনা শোনান । তিনি বললেন, আমার স্বামী ইয়ামানের সফরে বার হয়ে আমাকে তিন তালাক দিয়েছিল । আর আল্লাহর রসূল (সাঃ) সেটা কার্যকারী করেছিলেন । (ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা- ১৪৫)

৩ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত আলকামাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত ইবনে মাসউদের কাছে জনৈক ব্যাক্তি এসে বলল, আমি আমার স্ত্রীকে ৯৯ তালাক দিয়ে ফেলেছি । তারপর আমি জিজ্ঞেস করলে লোকেরা আমাকে বলেছে, আমার স্ত্রী আমার থেকে পৃথক হয়ে গেছে । তখন ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেন, লোকেরা তোমার আর তোমার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে চাইছে । একথা শুনে সেই ব্যাক্তি ভাবল, আল্লাহ আপনার উপর রহমত বর্ষণ করুন । এ বিষয়ে আপনি কি বলেন ? তখন ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেন, (৯৯ তালাকের মধ্যে হতে) তিন তালাক তোমার স্ত্রীকে তোমার থেকে পৃথক করে দিয়েছে । আর বাদবাকী সবগুলি ঔদ্ধত্য মুলক ও জুলুম । (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, পৃষ্ঠা-৬৩/ মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক, পৃষ্ঠ-৩০৭)

এই হাদীসটাকে আহলে হাদীসদের মাওলানা ইবনে হাযম জাহিরী সহীহ বলেছেন । তিনি বলেছেন, ‘‘এর সনদ অত্যান্ত বিশুদ্ধ ।’’ (মুহাল্লা, পৃষ্ঠা- ১৭২)

৪ নং দলীল

হাদীস ঃ আব্দুর রায্যাক সুফিয়ান হতে, তিনি ইবনে আবী লাইলা হতে, তিনি নাফী হতে বর্ণনা করেছেন যে এক ব্যাক্তি নিজের স্ত্রীকে ঋতুবতী অবস্থায় তিন তালাক দিয়েছিল । তারপর সে ইবনে উমার (রাঃ)কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, তুমি তোমার প্রভূর নাফরমানী করেছ । তোমার স্ত্রী তোমার থেকে পৃথক হয়ে গেছে । তোমার ছাড়া অন্য স্বামীর সাথে বিয়ে না করা পর্যন্ত ঐ স্ত্রী তোমার জন্য হালাল হবে না । (মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক, পৃষ্ঠা-২৪৫/ বাইহাকী শরীফ, পৃষ্ঠা-৩৩৬)

৫ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত সায়ীদ মাকবুরী (মৃত্যু ১২০ হিজরী) বিশ্বস্ত তাবিয়ী বলেন, একবার আমি যখন হযরত ইবনে উমার (রাঃ) এর কাছে উপস্থিত ছিলাম । তখন এক ব্যাক্তি তাঁর কাছে এসে (তাঁর উপনাম দ্বারা ডাক দিয়ে) বলল, হে আবু আব্দির রহমান ! আমি আমার স্ত্রীকে ১০০ তালাক দিয়ে ফেলেছি । তদুত্তরে হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বললেন, তোমার স্ত্রী তিন তালাক দ্বারা পৃথক হয়ে গেছে । আর বাদ বাকী ৯৭ তালাক সম্পর্কে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমার কাছে হিসাব নিবেন । (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, পৃষ্ঠা-৬৪)

৬ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত আনতারাহ (রহঃ) বলেন, একদা আমি হযরত ইবনে আব্বাসের মজলিসে বসে ছিলাম । এমতাবস্থায় একজন এসে বলল, ঃএ ইবনে আব্বাস ! আমি আমার স্ত্রীকে ১০০ তালাক দিয়ে ফেলেছি । আমি তাকে এক সাথেই এটা বলেছি । এখন আমার স্ত্রী তিন তালাক দ্বারা পৃথক হবে না, এটা এক তালাক বলে গন্য হবে ? তদুত্তরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, তোমার স্ত্রী তিন তালাক দ্বারা পৃথক হয়ে গেছে । আর বাদবাকী ৯৭ তালাক তোমার উপর পাপের বোঝা হয়ে থকলো । (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, পৃষ্ঠা-৬৩)

৭ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত কায়েস বিন আবী হাসিম (রহঃ) হতে বর্ণিত যে, একদা হযরত মুগীরা বিন শু'বাহ (রাঃ)কে এমন এক ব্যাক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল । যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে ১০০ তালাক দিয়েছিলেন । তিনি তার উত্তরে বললেন, এর মধ্য হতে তিন তালাক স্ত্রীকে স্বামীর জন্য হারাম করে দেবে । আর বাকী ৯৭ তালাক অতিরিক্ত । (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, পৃষ্ঠা-৬৩)

৮ নং দলীল

হাদীস ঃ হাকাম বিন উতাইবাহ (রাহঃ) হতে বর্ণিত যে হযরত আলী, ইবনে মাসউদ ও যায়েদ বিন সাবিত (রাঃ) বলেছেন, কেউ যদি কুমারী স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক দেয় তবে সে স্ত্রী অপর স্বামীর সাথে বিয়ে না করা পর্যন্ত এর জন্য হালাল হবে না । (অর্থাৎ তিন তালাক পড়বে) আর যদি পৃথক পৃথক ভাবে তিন তালাক দেয়, তবে প্রথম তালাক দ্বারা স্ত্রী পৃথক হয়ে যাবে । তারপরের দুই তালাক কিছুই হবে না । (মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক, পৃষ্ঠা-২৬৪)

৯ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত আত্বা বিন ইয়াসির (রহঃ) বলেন, একদা কোন এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ইবনুল আস (রাঃ)এর কাছে এসে এমন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল, যে ব্যাক্তি নিজের স্ত্রীকে বিয়ের পর তাঁকে স্পর্শ করার পূর্বে তিন তালাক দিয়ে দিয়েছে । হযরত আত্বা বলেন, আমি এর উত্তরে বলেছিলাম, কুমারী স্ত্রী কেবলমাত্র এক তালাকেরই পাত্রী । আমার জবাব শুনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ইবনুল আস (রাঃ) বললেন, তুমি তো গল্প শোনালে ! এক তালাক দিলে কুমারী স্ত্রী পৃথক হয়ে যায় । আর তিন তালাক দিলে সে অপর স্বামীর সাথে বিয়ে না করা পর্যন্ত হালাল হয় না । (বাইহাকী শরীফ, পৃষ্ঠা-২৭২)

১০ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত সুফিয়ান বিন উআইনাহ (রহঃ) এর শাইখ শকীফ ইবনে আবী আব্দিল্লাহ (রহঃ) বলেন, একবার আমরা হযরত আনাস (রাঃ) এর দরবারে গেলাম । দেখলাম তিনি (কামরা থেকে) বার হয়ে আমাদের পাশ দিয়ে (নিজের বসার জায়গার দিকে) অতিক্রম কালীন আমাদেরকে সালাম করলেন না । শেষে নিজের বসার জায়গায় পৌঁছে যাওয়ার পর আমাদের দিকে মুখ করে বললেন, আসসালামু আলাইকুম ! অতপর আমরা

তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এক ব্যাক্তি কুমারী সহবাসের পূর্বে তিন তালাক দিয়েছে, এর বিধান কি ? তিনি জবাব দিলেন, হযরত উমার (রাঃ) এরুপ স্বামী-স্ত্রীকে পৃথক করে দিতেন এবং স্বামীকে ঠেঙাতেন । (মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক, পৃষ্ঠা-২৬০)

১১ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রেফাআ করযীর স্ত্রী রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসুল (সাঃ) রেফাআ আমাকে তালাক এবং তিন তালাক দিয়ে বিচ্ছন্ন করে দিয়েছে । এর পর আমি আব্দুর রহমান ইবনে যোবায়ের কুরযীকে বিবাহ করি, কিন্তু তার সাথে যা আছে তা কাপড়ের পুটলির ন্যায় মনে হচ্ছে । তখন রসুল (সাঃ) তাকে বললেন, সম্ভবত তুমি রেফাআর কাছে ফিরে যেতে চাও, কিন্তু তুমি আব্দুর রহমানের এবং সে তোমার আস্বাদ গ্রহণ (যৌন মিলন) ছাড়া তা হতে পারে না । (বুখারী শরীফ, পৃষ্ঠা-৮০৮)

ইমাম বুখারী (রহঃ) এই হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে তিন তালাককে তিন তালাক বলেই গন্য করেছেন ।

১২ নং দলীল

হাদীস ঃ রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর খাদিম হযরত আনাস (রাঃ) থকে বর্ণিত যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ)কে একটি ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, যে নিজের স্ত্রীকে (একসঙ্গে) তিন তালাক দিল এবং স্ত্রীলোকটি অন্য একটি যুবককে বিবাহ করল এবং সেই স্ত্রীলোকটির দ্বিতীয় স্বামী সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়েছিল, তাহলে কি সেই স্ত্রী লোকটির জন্য প্রথম স্বামী হালাল হবে ? তখন রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, যতক্ষণ না পর্যন্ত দ্বিতীয় স্বামী সেই স্ত্রীলোকটির সহবাসের স্বাদ না গ্রহণ করবে এবং স্ত্রীলোকটিও তার স্বাদ গ্রহণ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না । (মাজমাওয়াউজ যাওয়ায়েদ)

১৩ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত মুআবিয়া বিন আবী হাইয়াহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে এক ব্যাক্তি হযরত উসমান গনী (রাঃ) এর খিদমতে হাযির হলেন এবং বললেন, আমি আমার স্ত্রীকে ১০০০ (হাজার) তালাক দিয়েছি । তখন উসমান গনী (রাঃ) বললেন, তোমার স্ত্রী প্রথম তিন তালাকেই পৃথক হয়ে গেছে । (ফতহুল ক্বাদীর, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৩)

১৪ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত যায়েদ বিন আবী সাবিত (মরফু) বর্ণিত, এক ব্যাক্তি হযরত আলী (রাঃ) এর কাছে হাযির হল এবং বলল, আমি আমার স্ত্রীকে ১০০০ (হাজার) তালাক দিয়ে ফেলেছি । তখন আলী (রাঃ) তার জবাবে বললেন যে তিন তালাকে তোমার স্ত্রী তোমার থেকে পৃথক হয়ে গেছে । আর বাকী সমস্ত তালাক নিজের স্ত্রীদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করে দাও । (সুনানে কুবরা, সপ্তম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৩৫)

১৫ নং দলীল

হাদীস ঃ আব্দুর রহমান ইবনে আবী ইয়ালা বর্ণনা করেছেন যে হযরত আলী (রাঃ) ঐ ব্যাক্তির জন্য যে ব্যাক্তি নিজের স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তালাক দিয়ে ফেলেছে তার জন্য বলেছেন, তার স্ত্রী তার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যাক্তির সঙ্গে (বিবাহ করে) বৈবাহিক সম্পর্ক কায়েম না করবে । (সুনানে কুবরা, পৃষ্ঠা-৩৩৪)

১৬ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর খিদমতে ছিলাম । দেখলাম এক ব্যাক্তি হাজির হল এবং বলল যে এই ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তালাক দিয়ে দিয়েছে । আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) চুপ থাকলেন । তখন আমার ধারণা হতে লাগল যে ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাকে রুজু (স্ত্রীকে ফেরত

নেওয়ার) আদেশ দিবেন । তিনি (ইবনে আব্বাস) বললেন, প্রথমে তো লোক সাহস করে বসে, তারপর হে ইবনে আব্বাস ! হে ইবনে আব্বাস করতে থাকে । আল্লাহর তাআলার ফরমান হল, যে আল্লাহকে ভয় করবে তার জন্য আল্লাহ অবকাশের রাস্তা তৈরী করে দিবেন । তুমি আল্লাহকে ভয় করনি সেজন্য আমি তোমার জন্য অবকাশের রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না । তুমি আল্লাহর সঙ্গে নাফরমানী করেছ এবং তোমার স্ত্রী তোমার থেকে পৃথক হয়ে গেছে । আল্লাহর এরশাদ হল হে নবী ! যখন আপনি নিজের স্ত্রীদেরকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করবেন তখন তাদেরকে (স্ত্রীদেরকে) তালাক দিবেন তাদের ইদ্দতের পূর্বে । (আবু দাউদ শরীফ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৯৯)

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) এই হাদীসটি সম্পর্কে বলেছেন যে, হযরত মুজাহিদ (রহঃ) ছাড়াও সায়ীদ বিন জাবির (রাঃ) আত্বা (রহঃ), মালিক বিন হারিশ এবং আমর বিন দিনারও এই হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন ।

১৭ নং দলীল

হাদীস ঃ সাদীদ বিন জাবির থেকে বর্ণিত যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) সেই ব্যাক্তিকে যে নিজের স্ত্রীকে ১০০০ (হাজার) তালাক দিয়ে ফেলেছিল তাকে বলেছিলেন যে, তিন তালাকে তোমার স্ত্রী হারাম হয়ে গেছে এবং বাকী তালাকগুলো তোমার উপর গুনাহ । তুমি আল্লাহর হুকুমের সাথে খেলা করেছ । (সুনানে কুবরা, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩১-৩৩২)

১৮ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত নাফী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যাক্তি হযরত ইবনে উমার (রাঃ) এর কাছে ফাতাওয়া জিজ্ঞেস করল যে আমি আমার স্ত্রীকে হায়েজের অবস্থায় তিন তালাক দিয়েছি । তখন ইবনে উমার (রাঃ) বললেন, তুমি আল্লাহর সঙ্গে নাফরমানী করেছ এবং তোমার স্ত্রী তোমার থেকে পৃথক হয়ে গেছে । (সুনানে কুবরা, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩৪)

১৯ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত নাফী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, পুরুষ যখন নিজের স্ত্রীকে সহবাস করার পূর্বে তিন তালাক দিয়ে দেয় তাহলে হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেন স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই স্ত্রীলোকটি দ্বিতীয় বিবাহ করে । (সুনানে কুবরা, সপ্তম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৩৫)

২০ নং দলীল

হাদীস ঃ মুহাম্মাদ বিন আয়াস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, আবু হুরাইরাহ (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ইবনে আস (রাঃ) এর কাছে ঐ মহিলার ব্যাপারে যাকে তার স্বামী সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়ে দিয়েছে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল । চারজনেই বললেন, তার জন্য হালাল হবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই মহিলাটি দ্বিতীয় বিবাহ না করে । (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৩)

২১ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত জাবির (রাঃ) বলেন যে সেই ব্যাক্তি সম্পর্কে যে নিজের স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তিন তালাক দিয়েছিল । আমি উম্মে সালমা (রাঃ) কে বলতে শুনেছি আর তার স্ত্রীর জন্য (সেই স্ত্রীলোকটি) সহবাসের জন্য হালাল হবে না । (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২২)

২২ নং দলীল

হাদীস ঃ নাফী বর্ণনা করেছেন যে, যখন কোন ব্যাক্তি (নিজের স্ত্রীকে) তিন তালাক দিয়ে হযরত উমার (রাঃ) এর কাছে ফতওয়া জিজ্ঞাসা করত তখন তিনি বলতেন, যদি তুমি একবার অথবা দুইবার তালাক দিতে তাহলে রুজু (ফেরত) করতে পারতে । কেননা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে এরকমই হুকুম দিতেন । এবং যদি তুমি তিন তালাক দিয়ে দিয়েছ তাহাতে

সে (স্ত্রী) তোমার জন্য হারাম হয়ে গেছে যতক্ষণ না সে অন্যজনকে বিবাহ করবে। (মুসলিম শরীফ, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৭২)

২৩ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত উবাদা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি (তার স্ত্রীকে) ১০০০ তালাক দিয়েছে তার জন্য বলেছেন, তিন তালাক দেওয়ার অধিকার তার ছিল, বাকী ৯৯৭ তার (স্ত্রীর) উপর অত্যাচার। আল্লাহ যদি চান তাহলে তাকে পাকড়াও করবেন এবং যদি চান তাহলে ক্ষমা করবেন। (তাবরানী)

২৪ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হযরত আলী (রাঃ) এর কাছে এমন কোন লোককে আনা হত যে তার স্ত্রীকে এক মজলিসে তিন তালাক দিয়েছে। তাহলে আলী (রাঃ) সেই লোকটিকে পেটাতেন এবং দুই স্বামী-স্ত্রীকে পৃথক করে দিতেন। (বাইহাকী শরীফ, পৃষ্ঠা-১১)

২৫ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত হাবীব থেকে বর্ণিত যে এক ব্যাক্তি হযরত আলী (রাঃ) এর কাছে এল এবং বলল যে আমি আমার স্ত্রীকে ১০০০ তালাক দিয়েছি। তখন আলী (রাঃ) বললেন, তিন তালাকের মাধ্যমে সে তোমার থেকে পৃথক হয়ে গেছে বাকী তালাক অন্য স্ত্রীলোকদেরকে বন্টন করে দাও। (বাইহাকী শরীফ, পৃষ্ঠা-১৩)

২৬ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যখন কোন গায়ের মাদখুল বিহা মহিলাকে এক তালাক দেওয়া হয় তাহলে সেটা বায়েন হয়ে গেল এবং যখন তাকে তিন তালাক দেওয়া হয় (যা শুধু এক শব্দে দেওয়া

যেত-তোমাকে তিন তালাক) তাহলে সে তার জন্য হালাল নয় যতক্ষন না সে অন্যকে বিবাহ করবে। (বাইহাকী শরীফ)

২৭ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন যে, যদি কেউ স্ত্রীকে বলে যে, তোমাকে 'আলবাত্তা' তালাক (অর্থাৎ একই শব্দে) তাহলে সেটা তিন তালাক বলে গন্য হবে। (বাইহাকী শরীফ, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৬৬)

২৮ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন যে, স্ত্রীকে যদি বলা হয় 'খালিয়া' তাহলে এই একই শব্দ দ্বারা তালাক বলে গন্য হবে। (বাইহাকী শরীফ, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৬৯)

২৯ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন যে, স্ত্রীকে যদি বলা হয় 'আলবাত্তাহ' তাহলে এই এক শব্দেই তিন তালাক হয়ে যাবে। (বাইহাকী শরীফ, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৬৯)

৩০ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন যে, কেউ যদি নিজের স্ত্রীকে বলে 'আনতা আলা হারাজ' তাহলে এই এক শব্দের মাধ্যমে তিন তালাক বলে গন্য হবে। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, পৃষ্ঠা-৯২)

৩১ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন যে, যখন নিজের স্ত্রীকে বলা হয়, তুমি আমার জন্য হারাম তাহলে এই এক শব্দেই তিন তালাক হয়ে যাবে। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, পৃষ্ঠা-৯২)

৩২ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন যে, কেউ যদি নিজের স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তত পরিমান তালাক যতটা উটের ভারের সমান, তাহলে এই এক শব্দেই তিন তালাক হয়ে যাবে। (বাইহাকী শরীফ, পৃষ্ঠা-৯২)

৩৩ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) নামক রসুলের সাহাবীকে প্রশ্ন করা হল এক ব্যাক্তি এক মজলিসেই নিজের স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে। তখন তিনি বললেন, সে আল্লাহর কাছে গুনাহগার হয়েছে এবং তারদ স্ত্রী তার জন্য হারাম। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা)

৩৪ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে যদি কোন ব্যাক্তি বিদায়ের আগে নিজের স্ত্রীকে তিন তালাক দেয় (যা একই শব্দে তিন তালাক দেওয়া যেতে পারে) তাহলে সেই মহিলা পুরুষের জন্য হারাম, যতক্ষণ না সে দ্বিতীয় কোন পুরুষের সঙ্গে বিবাহ করবে। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা)

৩৫ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে তাঁর কাছে একজন ব্যাক্তি এল এবং সে বলল যে আমি আমার স্ত্রীকে বলেছি, তোমাকে ৯৯ তালাক। এখন সমস্ত মুফতীরা বলছে যে স্ত্রী তোমার জন্য হারাম। তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেন, স্ত্রী তো তিন তালাকেই হারাম হয়ে গেছে বাকী সব গুনাহ আর গুনাহ। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, পৃষ্ঠা- ১২)

৩৬ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন যে, যে ব্যাক্তি নিজের স্ত্রীকে বিবাহের আগে (একই শব্দে) তিন তালাক দেয় । তখন ঐ মহিলা তার জন্য হালাল নয় যতক্ষণ না সে দ্বিতীয় বিবাহ করবে । (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, পৃষ্ঠ-২২)

৩৭ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বলেছেন, যদি স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার অধিকার দিয়ে দেওয়া হয় এবং সে প্রবৃত্তির জন্য তিন গ্রহণ করে নেয় তাহলে তিন তালাকই হয়ে যাবে । (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, পৃষ্ঠা-৬৪)

৩৮ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন, যে ব্যাক্তি নিজের স্ত্রীকে তিন তালাক দেয় সে তার রবের নাফরমান, কেননা একসঙ্গে তিন তালাক দেওয়া গুনাহ এবং স্ত্রীও তার থেকে পৃথক হয়ে গেল, মুআত্তা ইমাম মুহাম্মাদ)

৩৯ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এর কাছে এক ব্যাক্তি এল এবং বলল, আমি আমার স্ত্রীকে বলেছি, তোমাকে ১০০ তালাক । তিনি বললেন, তিন তালাকে সে তোমার থেকে পৃথক হয়ে গেছে (এটা তো দুনিয়ার শাস্তি) এবং বাকী ৯৭ এর হিসাব আল্লাহ তাআলা তোমার কাছে কিয়ামতের দিন নিবেন । (মুআত্বা ইমাম মুহাম্মাদ, পৃষ্ঠা-১৪)

৪০ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন, যে ব্যাক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নকারীর মতো তালাক । তাহলে এই এক শব্দেই তিন তালাক হয়ে যাবে । (মুআত্বা ইমাম মুহাম্মাদ, পৃষ্ঠা-৬৬)

৪১ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন, যে তার স্ত্রীকে বায়েন বলল । এই এক শব্দেই তিন তালাক হয়ে গেল । এখন সে (তার স্ত্রী) হালাল নয় যতক্ষণ না দ্বিতীয় কেউ বিবাহ না করবে । (মুআত্বা ইমাম মুহাম্মাদ, পৃষ্ঠা-৬১)

৪২ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত ইমাম হাকিম (রহঃ) থেকে বর্ণিত যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) দুজনেই সেই ব্যাক্তি সম্পর্কে বলেছেন, যে ব্যাক্তি নিজের স্ত্রীকে বিদায়ের আগেই (এক শব্দে) তিন তালাক দিয়েছে । সেই মহিলা তার জন্য হালাল নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সে দ্বিতীয় বিবাহ করবে । (মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক, পৃষ্ঠা-২২)

৪৩ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত মুআবিয়া আনসারী বলেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) এবং হযরত আয়েশা (রাঃ)ও সেই ব্যাক্তি সম্পর্কে বলেছেন, (যে বিদায়ের আগে নিজের স্ত্রীকে এক শব্দে তিন তালাক দিয়েছে) সেই স্ত্রী তার জন্য হালাল নয় যতক্ষণ না সে দ্বিতীয় বিবাহ করবে । (মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক, পৃষ্ঠা-১১)

৪৪ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত মনসুর বর্ণনা করেছেন, যে তার স্ত্রীকে বলল, ‘‘আমি তোমাকে তালাকের অধিকার দিলাম ।’’ সেই স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে বলল, ‘‘তিন তালাক ।’’ তিনি বললেন, সেই মহিলার ত্রুটি হয়ে গেল । যদি মহিলা বলত, ‘‘আমাকে তিন তালাক’’ তিন তালাকই হয়ে যেত । (মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক, পৃষ্ঠা-৫৭)

৪৫ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত নাফে (রহঃ) থেকে বর্ণিত যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) নিজের এক বন্ধুকে আসিম বিন আমর এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) এর কাছে নিয়ে এলেন, বললেন, আমার এই বন্ধু বিদায়ের আগে তালাকে বাত্তা দিয়েছে । আপনারা দুজন এর সম্পর্কে কি বলেন ? আপনাদের কাছে কি এর জন্য তাকে (তার স্ত্রীকে) রাখার কোন উপায় নেই ? দুজনেই বললেন, না । কিন্তু আমরা তখনই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং আবু হুরাইরাহ (রাঃ)কে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে ছেড়ে এসেছি তাঁকে জিজ্ঞেস করে নিন এবং ফেরার সময় আমাদেরকেই বলবেন । যাইহোক তিনি তাঁর কাছে এলেন এবং হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বললেন, এখন এই মহিলা তার জন্য হালাল নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সে দ্বিতীয় বিবাহ করবে । তার উপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত আয়েশা (রাঃ)ও সমর্থন করলেন । (মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক, পৃষ্ঠা-৬৫)

৪৬ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত আবু সালমা, হযরত আবু হুরাইরাহ এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, দুজনেই সেই ব্যাক্তি সম্পর্কে বলেছেন, যে তার স্ত্রীকে বিদায়ের আগেই (একই শব্দে) তিন তালাক দিয়েছে এখন সেই মহিলা তার জন্য হালাল নয় যতক্ষণ না

কোন দ্বিতীয় কোন পুরুষের সঙ্গে বিবাহ করবে । (তাহাবী শরীফ, খন্ড-৪ পৃষ্ঠা-৩৪)

৪৭ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত নাফে (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যাক্তি নিজের স্ত্রীকে মাসিকের অবস্থায় তিন তালাক দিয়েছে । তারপর সে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এর কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করল, তিনি বললেন, (এক সঙ্গে তিন তালাক দিয়ে) তুমি আল্লাহর নাফরমান হয়েছ স্ত্রীও পৃথক হয়ে গেছে । এখন সে তোমার জন্য হালাল নয়, যতক্ষণ না সে দ্বিতীয় বিবাহ করবে । (মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৩১)

৪৮ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত আবু ওয়ায়েল থেকে বর্ণিত যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) সেই মহিলা সম্পর্কে বলেছেন যাকে বিদায়ের আগে (একই শব্দে) তিন তালাক দেওয়া হয়েছে । এখন প্রথম স্বামীর জন্য হালাল নয় যতক্ষণ না সে দ্বিতীয় ব্যাক্তির সঙ্গে বিবাহ করবে । (মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক)

৪৯ নং দলীল

হাদীস ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) সেই ব্যাক্তি সম্পর্কে বলেছেন, সে তার স্ত্রীকে বলেছে, ‘‘তোমাকে হাজার রকমের একটাই তালাক’’ তাহলে এখন সেই মহিলা তার জন্য হালাল নয় যতক্ষণ না সে অন্য জায়গায় বিবাহ করবে । (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, পৃষ্ঠা-৭৯০)

৫০ নং দলীল

হাদীস ঃ উম্মুল মোমেনীন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)কে সেই মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল যাকে তার স্বামী বিদায়ের আগে একই শব্দে

তিন তালাক দিয়েছে । তিনি বললেন, এখন সে তার স্বামীর জন্য হালাল নয় যতক্ষণ না সে অন্য জায়গায় বিবাহ করবে । (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১২)

সুতরাং এখানে ৫০ টি হাদীস থেকে প্রমাণীত হয়ে গেল যে এক মজলিসে তিন তালাক দিলে সেটা তিন তালাকই হবে । এক তালাক হবে না । আর এক মজলিসে তিন তালাক দেওয়ার পর ততক্ষণ পর্যন্ত আবার সেই মহিলাকে বিবাহ করা যাবে না যতক্ষণ না সেই মহিলা দ্বিতীয় বিবাহ করবে ।

৫১ নং দলীল

তিন তালাক সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর মন্তব্য

হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) এক মজলিসে তিন তালাককে তিন তালাক বলেই গন্য করেছেন এবং তিনি বুখারী শরীফে ‘একসাথে তিন তালাক দেওয়া’ নামে বাবও কায়েম করে হাদীস নকল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন এক মজলিসে তিন তালাক দিলে তিনন তালাকই হয়ে যাবে । ইমাম বুখারী (রহঃ) ‘লিআন’ এর অধ্যায়ে লিখেছেন, হযরত সহল (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, উআইমির আজলানী ও তাঁর স্ত্রী ‘লিআন’ করেছিলেন । আমি তখন অন্যান্যদের সাথে আল্লাহর রসুল (সাঃ) এর কাছে উপস্থিত ছিলাম । তাদের ‘লিআন’ করা শেষ হলে উআমির বলেছিলেন, আল্লাহর রসুল ! এই স্ত্রীকে রাখা মানে আমি এর উপর ব্যাভিচারের অপবাদ দিয়েছি । এই বলে তিনি আল্লাহর রসুল (সাঃ) এর নির্দেশের পূর্বেই তিন তালাক দিলেন । (বুখারী শরীফ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৭৯১) ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) স্বীয় সুনানে আবু দাউদের প্রথম খন্ডের ৩০৬ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদীসের শেষে এও লিখেছেন, উআমির (রাঃ) আল্লাহর রসুল (সাঃ) এর সম্মুখে তিন তালাক দিলেন । আর রসুলুল্লাহ (সাঃ) সেটা বাস্তবায়িত করে দিলেন । আর হযরত উআমির (রাঃ) নবী (সাঃ) এর সম্মুখে যেটা করেছিলেন সেটা (লিআন

ব্যতীত এই আয়াতটিকে কোন এক পদ্ধতির সাথে নির্দিষ্ট করা বৈধ নয় ।’’ (মুহাল্লা, খন্ড- ১০, পৃষ্ঠা-২০৭) সুতরাং কুরআন শরীফের উক্ত আয়াত দ্বারা তিন তালাক তিন তালাক বলেই প্রমাণিত হয় । এখন আহলে হাদীসদের উচিৎ তাদেরও ৫০টি হাদীস দেখিয়ে দিতে যেখানে তি তালাককে এক তালাক বলা হয়েছে । এটা আহলে হাদীসরা কিয়ামত পর্যন্ত পারবে না ইনশাল্লাহ । আহলে হাদীসরা স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে স্ত্রীকে পুনরায় ঘরে রেখে জ্বেনা করে হারামের সন্তান তো পয়দা করতে পারবে কিন্তু তারা কোনদিন সহীহ হাদীস দ্বারা তিন তালাককে এক তলাক বলে প্রমাণ করতে পারবে না ।

সুতরাং এখানে একটি কথা পরিস্কার যে যেসব আহলে হাদীসদের পিতারা তার মাকে তিন তালাক দেওয়ার পর বাড়িতে রেখেছে এবং তারপর তাদের সন্তান হয়েছে তারা প্রত্যেকে জারজ এবং হারামী সন্তান ।

প্রতি যুগে তিন তালাকের ফতোয়া

নবী (সাঃ) এর যুগে ঃ নবী করীম (সাঃ) এর যুগে হযরত উবাদা (রাঃ) হযরত রেফাআ কুরযী (রাঃ), হযরত উবাদা (রাঃ)-এর পিতা এক বার তাঁদের স্ত্রীকে এক মজলিসে তিন তালাক দিয়েছিলেন । হযরত নবী করীম (সাঃ) ইসলামী হুকুম অনুযায়ী একাই বলেছিলেন যে, এবার তুমি তাকে (স্ত্রীকে) নিকাহ করতে পারবে না যতক্ষন না সে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে ।

আহলে হাদীসরা একটাও সহীহ এবং সরীহ মরফু হাদীস পেশ করতে পারবে না যে মাদখুল বিহা মহিলাকে কেউ তিন তালাক দিয়েছেন এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ) সেই তালাক প্রাপ্তা মহিলাকে ঘরে রাখার অনুমতি দিয়েছেন । যার দ্বারা ইহুদী, রাফেযী ও ছোট রাফেযী (আহলে হাদীস) দলের মাসলাক প্রমাণিত হয় । কেননা, রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে তিন তালাক তিন তালাক বলেই গন্য হত ।

সম্পর্কে) বর্ণনা করার পর নিরবতা পালন করে মৌন সমর্থন জানিয়েছেন । এই হাদীসটা সম্পর্কে আহলে হাদীসদের মহামান্য ইমাম শাওকানী লিখেছেন, ‘‘এর বর্ণনাকারীগন সহীহ বুখারী মুসলিমের রাবী ।’’ (নায়নুল আওতার, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৬৬) সুতরাং বুখারী শরীফের উক্ত হাদীসটা এক মজলিসে তিন তালাক তিন বলে ধর্তব্য হওয়ার স্বপক্ষে উক্ত হাদীটা বর্ণনা করেছেন । আর ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) তাঁর ‘উম্ম’ কিতাবের ৫ খন্ডের ১৯৯ পৃষ্ঠায় এক মজলিসে তিন তালাক হওয়ার স্বপক্ষে উক্ত হাদীসটা দলীল স্বরূপ পেশ করেছেন ।

৫২ নং দলীল

কুরআন শরীফের আলোকে তিন তালাক

কুরআন শরীফেও একসাথে তিন তালাক বলে ধর্তব্য হওয়ার প্রমাণ রয়েছে । মহান আল্লাহ কুরআন শরীফে বলেছেন, ‘‘তালাক দুইবার, অতপর (স্ত্রীকে) হয় বিহিতভাবে রাখতে হবে । অথবা মস্তভাবে পরিত্যাগ করতে হবে ।’’ (সুরা বাকারা, আয়াত-২২৯) আবু রযীন (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে জনৈক সাহাবী নবী (সাঃ) এর কাছে এসে উক্ত আয়াতটি পাঠ করে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রসুল ! এই আয়াতে তিন তালাকের আলোচনা কোথায় ? উত্তরে রসুল (সাঃ) বললেন, ‘সৎভাবে পরিত্যাগ করতে হবে’ এটাই তৃতীয় তালাক । (মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৬৫, আবু দাউদ শরীফ, পৃষ্ঠা-১১, তাফসীর রুহুল মাআনী)

এই হাদীসটি হাসান পর্যায়ের বিশুদ্ধ । ইমাম বুখারী (রহঃ) বুখারী শরীফের ২ খন্ডের ৭৯১ পৃষ্ঠায় ও ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) স্বীয় ‘উম্ম’ কিতাবের ৫ খন্ডের ২৭১ পৃষ্ঠায় উক্ত কুরআন শরীফের আয়াত দ্বারা এক মজলিসে তিন তালাককে তিন বলেই প্রমাণ স্বরূপ পেশ করেছেন । আহলে হাদীসদের মহামান্য ইবনে হাযাম জাহিরী লিখেছেন, ‘‘তিন তালাকের এই বিধানটি এক সাথে দেওয়া তিন তালাক ও আলাদা আলাদা ভাবে দেওয়া তিন তালাক উভয়ের জন্য প্রযোজ্য । কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট কোন দলীল

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর যুগে ঃ হযরত নবী করীম (সাঃ) এর এন্তেকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) খলিফা হয়েছিলেন । তাঁর যুগে একটা ঘটনাও আহলে হাদীসরা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করতে পরবে না যে যে কোন ব্যাক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে আর তিনি সেটাকে এক তালাক বলে ফতোয়া দিয়ে স্ত্রীকে ঘরে রাখার হুকুম দিয়েছেন । এটা আহলে হাদীসরা কিয়ামত পর্যন্ত প্রমাণ করতে পারবে না ।

হযরত উমার (রাঃ) এর যুগে ঃ হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর হযরত উমার (রাঃ) খলিফা হয়েছিলেন । আহলে হাদীসরা তাঁর যুগেও একটা ঘটনা এমন পেশ করতে পারবে না যে কোন ব্যাক্তি তার স্ত্রীকে এক সঙ্গে তিন তালাক দিয়েছেন এবং সেটাকে হযরত উমার (রাঃ) এক তালাক বলে ঘরে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন । এটা আহলে হাদীসরা কোন দিন প্রমান করতে পারবে না ।

হযরত উসমান গনী (রাঃ) এর যুগে ঃ হযরত উমার (রাঃ) এর পরে হযরত উসমান গনী (রাঃ) খলিফা হয়েছিলেন । একবার হযরত উসমান গনী (রাঃ)-এর কাছে এক ব্যাক্তি হাজির হয়ে বলল, আমি আমার স্ত্রীকে বলেছি, ১০০ তালাক । তখন উসমান গনী (রাঃ) বললেন, তিন তালাকের মধ্যমে (স্ত্রী) হারাম হয়ে গেছে । বাকী ৯৭ তালাকের গুনাহ হবে । (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা) । পুরো উসমানী খেলাফতে কেউ এই ফতোয়ার বিরোধিতা করেন নি । আহলে হাদীসরা একটা ঘটনা পেশ করতে পারবে না যে কোন ব্যাক্তি তার স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তালাক বা একশো তালাক বা হাজার তালাক দিয়েছে আর উসমান গনী (রাঃ) সেটাকে এক তালাক বলে ফতোয়া দিয়েছেন এবং স্ত্রীকে ঘরে রাখার হুকুম দিয়েছেন ।

হযরত আলী (রাঃ) এর যুগে ঃ হযরত উসমান গনী (রাঃ) এর পরে আসাদুল্লাহিল গালিব হযরত আলী (রাঃ) খলিফা হয়েছিলেন । হযরত আলী (রাঃ)ও তিন তালাককে তিন তালাক বলে ফতোয়া দিতেন ।

হযরত আলী (রাঃ) এর খেলাফত কালে এমন একটা ঘটনা সহীহ হাদীস দ্বারা আহলে হাদীসরা প্রমাণ করতে পারবে না যে তিনি তালাককে বা একশো তালাককে বা হাজার তালাককে এক তালাক বলে ফতোয়া দিয়াছেন এবং স্ত্রীকে ঘরে রাখার নির্দেশ দিয়াছেন ।

হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)-এর যুগে ঃ সায়্যেদেনা ইমাম হাসান (রাঃ) এর খেলাফত কাল ছয় মাস ছিল । যর মাধ্যমে খেলাফতের ৩০ বছর পরিপুর্ণ হয়েছেল এবং খেলাফতে রাশেদা'র যুগ শেষ হয়েছিল । তিনি স্বয়ং নিজের স্ত্রীকে রাগের অবস্থায় বলেছিলেন, তোমাকে তিন তালাক । তারপর তিনি এই ঘটনার পর পরেশান হয়ে গিয়াছিলেন । এরপার কোন মুফতী এই ফতোয়া দেননি যে এই তিন তালাক এক তালাক হয়েছে । একথা কোন আহলে হাদৌস ফিরকার হালালী সন্তান প্রমাণ করতে পারবে না ।

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এর যুগে ঃ খেলাফত কাল শেষ হয়ে যাওয়ার পর যতদিন পর্যন্ত সাহাবায়ে কেরামরা বেঁচেছিলেন তাঁদের যুগে এমন কোন ঘটনা আহলে হাদীসরা পেশ করতে পারবে না যে তিন তালাক এক তালাক বলে গন্য হত । একথা আহলে হাদীসরা কিয়ামত পর্যন্ত প্রমাণ করতে পারবে না ।

সাহাবায়ে কেরামদের যুগ শেষ হয়ে যাওয়ার পর এসেছিল তাবেয়ীনদের যুগ, তাবে তাবেয়ীনদের যুগ, তাঁরাও কোনদিন তিন তালাককে এক তালাক বলে ফতোয়া দেননি । এমনকি ১৪০০ বছরের মধ্যে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের কোন আলেম তিন তালাককে এক তালাক বলে ফতোয়া দিয়াছেন বলে প্রমাণ মেলে না ।

সৌদী আরবের ফায়সালা

আহলে হাদীস বা গায়ের মুকাল্লিদ সম্প্রদায়ের লোকেরা তিন তালাককে এক বলে ফতোয়া দেয় । এবং তারা বইপত্র লিখে প্রচার করে

বেড়াচ্ছে যে সৌদী আরবে পারিবারিক আইনে এক মজলিসের তিন তালাককে এক তালাক বলে মেনে নেওয়া হয়েছে । এটা গায়ের মুকাল্লিদ সম্প্রদায়ের ধোকাবাজী ছাড়া আর কিছু নয় । এইভাবে তারা সাধারণ মানুষকে ধোকা দিয়ে বোকা বানিয়ে নিজেদের জালিয়াতীকে মনুষ্য সমাজে টিকিয়ে রেখেছে ।

বর্তমান সৌদী আরবে সর্বোচ্চ উলামা সংগঠনের নাম হল 'শীর্ষ উলামা সংঘ' । এই সংগঠনের ফায়সালা সৌদী আরবের রাষ্ট্রীয় ফায়সালা বলেই গন্য হয় । গত ১৩৯৩ হিজরীর যুলক্ব'দাহ মাসের ১২ তারিখে উক্ত উলামা সংগঠনটি (২৯ শে শাওয়াল হতে ১২ যুলক্ব'দাহ পর্যন্ত দীর্ঘ গবেষণার পর) ১৮ নং রেজুলেশনে বলেছে, এক শব্দে তিন তালাক দিলে তিন তালাক বলেই গন্য হবে ।

আহ হামদুলিল্লাহ ! এই রেজুলেশন মতে বর্তমান সৌদী আরবের পারিবারিক আইনে এক মজলিসের তিন তালাককে তিন বলেই গন্য করা হয়ে থাকে । (হানাফী কেল্লা, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৩০)

সুতরাং গায়ের মুকাল্লিদদের একথা মোটেই ধোপে টিকে না যে সৌদী আরবে পারিবারিক আইনে এক মজলিসের তিন তালাককে এক তালাক বলে মেনে চেওয়া হয়েছে ।

আহলে হাদীসদের একটি অপবাদের প্রতিকার

হানাফী মাযহাবে এক মজলিসে তিন তালাক দেওয়া হারাম এবং বিদআ্ত কাজ । একসাথে তিন তালাক দিলে স্বামী পাপী হবে । (কুদুরী, পৃষ্ঠা- ১৭০) তবুও এক মজলিসে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই হয়ে যাবে । আর আহলে হাদীসদের কাছে যখন তিন তালাক তিন হওয়ার স্বপক্ষে হাদীস ও কুরআন পেশ করা হয় তখন তারা বলে, তাহলে কুরআনে কি হারাম কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ? এর উত্তর হল,

মহিলাকে ঋতুবতী অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম কিন্তু যদি কেউ সেই অবস্থায় তালাক দেয় তাহলে তালাক হয়ে যাবে । অনুরুপভাবে অপর মহিলার সঙ্গে ব্যাভিচার করা হারাম কিন্তু যদি কেউ ব্যাভিচার করে তাহলে ব্যাভিচ্যরীর উপর গোসল ফরয হয়ে যাবে । অনুরুবভাবে এক মজলিসে তিন তালাক দেওয়া হারাম কিন্তু কেউ যদি তা দিয়ে ফেলে তাহলে তিন তালাকই হয়ে যাবে । যেমন, 'উসুলে শাশী' কিতাবে লেখা আছে, ''কোন কাজ হারাম হওয়া, এ সম্পর্কী'য় বিধানাবলী কার্যকারী হওয়া পরিপন্থী নয় ।'' (পৃষ্ঠা-৪৮) সুতরাং এক মজলিসে তিন তালাক দিলে তা হারাম হলেও কার্যকারী হয়ে যাবে । আর আর আইনুল বারী সাহেব যে 'ইসলামী তালাকবিধি' পুস্তকের ৩৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ''এক সাথে তিন তালাক দেওয়ার প্রমাণ কুরআনে নেই ।'' তা সম্পুর্ণ মিথ্যা সাব্যস্ত হল ।

হালালার বিধান

স্বামী স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার পর স্ত্রী চিরতরে স্বামীর জন্য হারাম হয়ে গেল । যদি স্ত্রী দ্বিতীয় বিবাহ করে এবং দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক কায়েম করে এরপর যদি তার স্বামী কোন কারণবশতঃ স্ত্রীকে তালাক দেয় বা যদি দ্বিতীয় স্বামী মারা যায় তবেই সেই স্ত্রী প্রথম স্বামীকে বিবাহ করতে পারবে । এটাই হল শরীয়াত সম্মত হালালা । তবে কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তালাক দেয় আর যদি চুক্তির ভিত্তিতে কোন পুরুষের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে তারপর তালাক প্রদান করিয়ে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করানো হয় এটা হল সম্পূর্ণ হারাম এবং নাজায়েয কাজ । এটা ইসলাম সমর্থন করে না ।

কুরআন শরীফে হালালার প্রমাণ

কুরআন শরীফেও হালালার প্রমাণ রয়েছে । যেমন, মহান আল্লাহ পাক বলেছেন, ''ফা ইন তাল্লাকাহা ফালা তাহিল্লুলাহু মিম বাঅ্দু হাত্তা তানকিহা যাওজান গাইরা ।'' অর্থাৎ অনন্তর যে তালাক প্রদান করে তবে এর পরে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহিতা না হওয়া পর্যন্ত সে তার জন্য হালাল হবে না । (সুরা বাকারা, আয়াত-২৩০)

এখানে কুরআন শরীফে পরিস্কার বলা হয়েছে যে তালাক দেওয়ার পর দ্বিতীয় বিবাহ না করলে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না । সুতরাং দ্বিতীয় বিবাহ করার পর দ্বিতীয় স্বামী যদি তালাক দেয় তবেই প্রথম স্বামীর জন্য বিবাহ করা হালাল হবে । এরাই হল হালালা ।

হাদীস থেকে হালালার প্রমাণ

হাদীস ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রেফাআ করযীর স্ত্রী রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসুল (সাঃ) রেফাআ আমাকে তালাক এবং তিন তালাক দিয়ে বিচ্ছন্ন করে দিয়েছে । এর পর আমি আব্দুর রহমান ইবনে যোবায়ের কুরযীকে বিবাহ করি, কিন্তু তার সাথে যা আছে তা কাপড়ের পুটলির ন্যায় মনে হচ্ছে । তখন রসুল (সাঃ) তাকে বললেন, সম্ভবত তুমি রেফাআর কাছে ফিরে যেতে চাও, কিন্তু তুমি আব্দুর রহমানের এবং সে তোমার আস্বাদ গ্রহণ (যৌন মিলন) ছাড়া তা হতে পারে না । (বুখারী শরীফ, পৃষ্ঠা-৮০৮)

বুখারী শরীফের এই হাদীসে পরিস্কার আল্লাহর রসুল (সাঃ) বলেছেন, দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে বিবাহ করে তার স্বাদ গ্রহণ না করলে প্রথম স্বামীর জন্য মহিলা হালাল হবে না । সুতরাং এই হাদীস দ্বারা পরিস্কার হালালার প্রমাণ পাওয়া যায় ।

হালালা নিয়ে সমাজে প্রচলিত কুসংকার

আমাদের সমাজে এমনও দেখা যায় যে অনেক মানুষ ভূল করে বা রাগের মাথায় তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে ফেলে । পরে যখন ভূল বুঝতে পারে তখন স্ত্রকে হালাল করার জন্য হালালার পথ বেছে নেই এবং গ্রামের কোন লোককে চুক্তির ভিত্তিতে এই শর্তে স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ দেয় যে সে যেন পরে তালাক দিয়ে দেয় এবং ইদ্দতকাল পেরিয়ে যাওয়ার পর পুনরায় তার স্ত্রীকে বিবাহ করে । মনে রাখা প্রয়োজন এরকম চুক্তির ভিত্তিতে হালালা করানো শরীয়াতে প্রকাশ্যভাবে হারাম । এরকম ধরণের হালালা হাদীস শরীফে রসুলুল্লাহ (সাঃ) অভিসম্পাত করেছেন । অনেকে

আবার এরকম শর্তে স্ত্রীর সঙ্গে অন্য পুরুষের বিবাহ দেয় যে সে যেন তার স্ত্রীকে স্পর্শ না করে এবং তার সঙ্গে যেন যৌন মিলন না করে । মনে রাখা প্রয়োজন যে এরকম করলে প্রথম স্বামীর জন্য স্ত্রী কোন দিনই হালাল হবে না । কারণ হাদীস শরীফে আছে, ‘‘রসুলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞাসিত হন, একটি লোক তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছিল । অতঃপর সে অন্যের সাথে বিবাহিত হলো । এরপর দরজা বন্ধ করে ও পর্দা ঝুলিয়ে দিয়ে যৌন মিলন না করেই দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক দিল । এখন কি পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হবে ?’ রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, ‘না যে পর্যন্ত না সে মধুর স্বাদ গ্রহণ করে ।’’ (বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ)

সুতরাং দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে যৌন মিলন না করালে প্রথম স্বামীর জন্য কোন ক্রমেই হালাল হবে না ।

প্রচলিত হালালা ও ধার করা ষাঁড়

আমাদের দেশে যে চুক্তির ভিত্তিতে হালালা করানো হয় তা হল সম্পূর্ণ হারাম পন্থায় । এরকম চুক্তির ভিত্তিতে হালালা কারীকে হাদীস শরীফে ধার কারা ষাঁড় বলা হয়েছে । যেমন, হাদীস শরীফে আছে,

হাদীস ঃ একদা রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, আমি কি তোমাদেরকে ধার করা ষাঁড়ের খবর দেবো না ? সাহাবীরা বললেন, হ্যাঁ হে আল্লাহর রসুল । তিনি বললেন, সে হল হালালাকারী । আল্লাহর লা’নত হোক হালালাকারী এবং যার জন্য হালালাহ করা হয় তর উপর । (ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা-১৪০)

সুতরাং চুক্তির ভিত্তিতে হালালা করা হলো সম্পূর্ণ হারাম ও নাজায়েয কাজ । তবে কেউ যদি চুক্তি ভিত্তিতে হালালা করায় এবং দ্বিতীয় স্বামী যদি সেই মহিলার সঙ্গে যৌন মিলন করে এবং তালাক দেয় তাহলে ইদ্দতকাল পেরিয়ে যাওয়ার পর প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে তবে সেটা হবে সম্পূর্ণ হারাম ও নাজায়েয পন্থায় । এবং তাদের উপর আল্লাহর রসুল (সাঃ) এর অভিসম্পাত বর্ষিত হবে ।

হালালা থেকে বাঁচার উপায়

হালালা থেকে বাঁচার একটাই উপায় হল স্ত্রীকে তালাক না দেওয়া । একান্তই যদি তালাকের প্রযোজন হয় তাহলে সুন্নতী তরিকায় তিন তহুরে তিন তালাক দেওয়া উচিৎ যাতে তালাক চলাকালীন ভাবনা চিন্তা করার সুযোগ থাকে । তবেই হালালার মতো অভিশপ্ত কাজ থেকে বাঁচা যাবে ।

আহলে হাদীসদের অপবাদ ও তার খণ্ডণ

আহলে হাদীসরা সমাজে প্রচলিত হালালার পরিপ্রেক্ষিতে হানাফী মাযহাবকে বদনাম করার চেষ্টা করে । এটা ঠিক নয় । কেননা হানাফী মাযহাবের কোন কিতাবে চুক্তির ভিত্তিতে হালালা করাকে জায়েয বলা হয়নি বরং তার প্রতিবাদ করা হয়েছে । সুতরাং সমাজের কিছু সংকীর্ণমনা মুষ্ঠীমেয় লোকের জন্য হানাফী মাযহাব দায়ী নয় ।

একটি চ্যালেঞ্জ

যদি কোন গায়ের মুকাল্লিদ বা লা-মাযহাবী (বিদ্‌আতী) ফিরকার লোক বা আলেম আমার কাছে কোরআন শরীফের আয়াত বা সহীহ হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণ করে দিতে পারেন যে এক মজলিসে তিন তালাক দিলে সেটা এক তালাক বলে গন্য হবে তহলে আমার তরফ থেকে তাঁর জন্য ১ লক্ষ টাকা পুরস্কার দানের ওয়াদা রইল ।

যদি আমি টাকা দিতে না পারি তাহলে আমি আহলে হাদীস মতবাদ গ্রহণ করে নেব । আর যদি আহলে হাদীসরা এক মজলিসে তিন তালাককে এক তালাক বলে প্রমাণ করতে না পারে তাহলে তারা স্বীকার করে নিক যে সব আহলে হাদীরা হারামী এবং জারজ সন্তান ।

ইতি-

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম
গ্রাম ঃ শালজোড়, পো ঃ লোকপুর
থানা ঃ খয়রাশোল, জেলা ঃ বীরভূম
পিন ঃ ৭৩১১২৩
Email-md.abdulalim1988@gmail.com

লেখকের সংগ্রহযোগ্য পুস্তকাবলী

১. তসলিমা নাসরিনের বিচার হোক জনতার আদালতে । (অফ লাইন)
২. ইসলাম কি তরবারীর জোরে প্রসারিত হয়েছে ? (অফ লাইন)
৩. এরা আহলে হাদীস না শিয়া ? (অফ লাইন)
৪. ওয়াজহুন জাদীদ লি মুনকিরিত তাকলিদ । (অফ লাইন)
৫. আল কালামুস সারীহ ফি রাকআতিত তারাবীহ ।
(৮ রাকাআত তারাবীহর খণ্ডন ও ২০ রাকাআত তারাবীহর জ্বলন্ত প্রমাণ) (অন লাইন/অফ লাইন)
৬. ওয়াহ্দাতুল ওজুদের বিরুদ্ধে আহলে হাদীসদের অপবাদ ও তার খণ্ডন । (অন লাইন)
৭. আহলে হাদীস ফিরকার ফিকহের ইতিহাস ও তার পরিচয় । (অন লাইন)
৮. তিন তালাকের মাসআলা ও হালালার বিধান । (অন লাইন)
৯. সম্রাট আওরঙ্গজেব কি হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন ? (প্রকাশিতব্য)
১০. ধর্ম নিরপেক্ষতা একটি ভ্রান্ত মতবাদ । (প্রকাশিতব্য)
১১. আমরা সবাই মৌলবাদী । (প্রকাশিতব্য)
১২. কবর পুজার ধ্বংসাত্মক ফিৎনা । (প্রকাশিতব্য)
১৩. আমরা সবাই তালিবান । (প্রকাশিতব্য)
১৪. রাম জন্মভূমি না বাবরী মসজিদ ? (প্রকাশিতব্য)
১৫. মুহাররম মাসে তাজিয়াবাজী । (প্রকাশিতব্য)
১৬. মাসআলা আমীন বিল জেহের । (অন লাইন)
১৭. সুন্নাত রসুলে আকরাম ফি কিরাত খলফল ইমাম ।
(ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পাঠ) (প্রকাশিতব্য)
১৮. সুন্নাত রাসুলুস সাকলাইন ফি তরকে রফয়ে ইয়াদাইন । (প্রকাশিতব্য)
১৯. তরবারীর ছায়ার তলে জান্নাত । (প্রকাশিতব্য)
২০. গুমরাহীর নায়ক ডা. জাকির নায়েক । (প্রকাশিতব্য)
২১. আকিদা হায়াতুন নবী (সা:) (প্রকাশিত)
২২ বেদ কি আল্লাহর বানী ? (অন লাইন)
২৩. আসুন সন্ত্রাসবাদের আখড়া মাদ্রাসাগুলোকে আমরা খতম করি । (অন লাইন)
২৪) আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ হাফিযাহুল্লাহ (প্রকাশিতব্য)
২৫) শহীদে আযম ওসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ (প্রকাশিতব্য)
২৬) তাযকিরাতুল মুজাহিদীন (প্রকাশিতব্য)
২৭) নাস্তিক্যবাদ নিপাত যাক (অন লাইন)
২৮) তথাকথিত যুক্তিবাদী নাস্তিক প্রবীর ঘোষের যুক্তি খন্ডন (প্রকাশিতব্য)
২৯) নাস্তিকতাবাদীদের কফিনে শেষ পেরেক (প্রকাশিতব্য)
৩০) যুক্তিবাদীদের যুক্তি খন্ডন (প্রকাশিতব্য)

অনূদিত পুস্তক

১. হাদীস এবং সুন্নাতের মধ্যে পর্থক্য । (প্রকাশিতব্য)
[মূল উর্দূ লেখক - হুজ্জাতুল্লাহ ফিল আরদ হযরত আল্লামা আমীন সফদর ওকাড়বী (রহ.)]

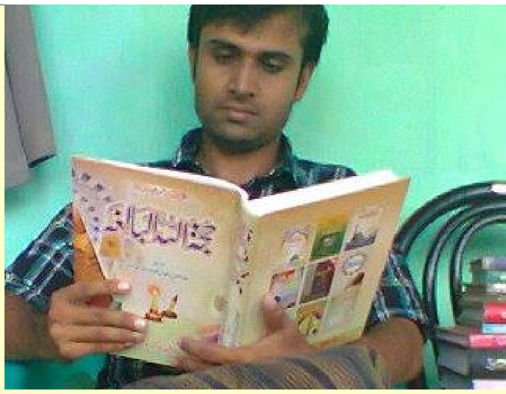
২. আহলে হাদীসদের খুলাফায়ে রাশেদীনদের সঙ্গে মতবিরোধ । (প্রকাশিতব্য)
[মূল উর্দূ লেখক - আল্লামা মুহাম্মাদ পালন হাক্কানী (রহ.)]

৩. হযরত মুহাম্মাদ এবং ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ [মূল হিন্দি লেখক ড. এইচ. এ. শ্রীবাস্তব] (অন লাইন)

৪. কল্কি অবতার এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) [মূল হিন্দি লেখক ড. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়] (অন লাইন)

পুস্তক সংগ্রহের ঠিকানা

(১) লেখকের বাড়ির ঠিকানায় ।
(২) ওসমানিয়া বুক ডিপো, কোর্ট মসজিদ গেট, সিউড়ী, বীরভূম ।
মোবাইল - +91 9232609605
(৩) জিয়া বুক ষ্টোর, জিয়াউল মাদ্রাসা গেট, সিউড়ী, বীরভূম ।
(৪) লেখা প্রকাশনী, ৫৭ডি, কলেজ স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩ ।
(৫) বিদ্যার্থী, লোকপুর, হাটতলা, বীরভূম ।
(৬) বাড়াবন (ডাঙ্গালপাড়া) মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা নুরুল আবসারের নিকট । মোবাইল - +91 9679897029
(৭) আমিল হাফিয ওবাইদুল্লাহ সাহেব, বাগোলবাটী, ইলামবাজার, বীরভূম ।
মোবাইল - +91 9734201012
(৮) মুহাম্মাদ অশিক ইকবাল (আবু ফাহিম), ময়ূরেশ্বর, বীরভূম ।
মোবাইল - +91 7501879668
(৯) রাকিবুল ইসলাম খান, হরিনাজোল, বীরভূম ।
(১০) মাওলানা নজরুল হক সাহেবের জলসার মাহফিলে ।
মোবাইল - +91 7501879668
(১১) বক্তা হযরত মাওলানা আজাদুর রহমান সাহেবের জলসার মাহফিলে ।
শিক্ষক দারুল উলুম পান্ডুয়া, হুগলী, মোবাইল - +91 9593589225
(১২) বক্তা হযরত মাওলানা মতিউর রহমান সাহেবের জলসার মাহফিলে ।
শিক্ষক ঘুড়িসা মাদ্রাসা, মোবাইল - +91 9734281395
(১৩) মাওলানা সাউদ আলম, শিক্ষক বাগোলবাটী, ইলামবাজার মাদ্রাসা,
মোবাইল - +91 9933473560
(১৪) মুফতি নজরুল ইসলাম, ইমাম শিউড়ি পুলিশ লাইন মসজিদ ও সম্পাদক বানাত মিশন, শিউড়ি, মোবাইল - +91 9733054943
(১৫) আব্দুল মান্নান, ইলামবাজার, বীরভূম,
মোবাইল - +91 9153120353
(১৬) বক্তা বদরুল আলম, শিক্ষক মাদ্রাসা জলিলিয়া, মুর্শিদাবাদ ।



লেখক পরিচিতি

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

জন্ম ঃ ১০ জানুয়ারী ১৯৮৮ । বীরভূম, শালজোড়, (পশ্চিমবঙ্গ)
শিক্ষা ঃ গ্রামের প্রাইমারী স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা (প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী/ ১৯৯২-১৯৯৭) । পরে লোকপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা (২০০৮) । এরপর দুমকার সিধু মানহু মুর্মু ইউনিভার্সিটি থেকে ভূগোলে অনার্সসহ গ্রাজুয়েশন । এরপর হরিয়ানার মহর্ষী দয়ানন্দ ইউনিভর্সিটি থেকে বি. এড., (২০১২/২০১৩) ।

শখ ঃ ইসলামিক বিষয়বস্তু, বর্তমান পরিস্থিতি, বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা এবং ইসলাম ও বিভিন্ন ধর্মের উপর পড়াশুনা করা ।

Islamic Da'wah and Education Academy

Islamic Da'wah and Education Academy

Contact-
Ashik Iqubal
Mob- 7501879668
Ph. No-01776564817
email-
iqubal86@gmail.com
islamicdawahandedu@gmail.com
www.facebook.com/2014idea

Preaching authentic Islamic Knowledge
in the light of our pious-predecessors

Address- Mayureswar, Birbhum-731218, W.B., India

Islamic Da'wah and Education Academy